শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধি
২০২৩

المجلس التعليمي لمؤسسة الحديث
Hadeeth Foundation Education Board

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধি/৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিক্ষক-কর্মচারীদের জনবল কাঠামো বিধি/১৩

তৃতীয় অধ্যায়
একাডেমিক পরীক্ষা বিধি/২৭

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয় বিষয়ক নির্দেশনা/৩১

পরিশিষ্ট
আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ/৪৯
শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের গুণাবলী/৫১
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানের গুণাবলী/৫২
শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর গুণাবলী/৫৩
রেজুলেশন লেখার পদ্ধতি/৫৫

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড
মুদ্রণ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী
প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০২৩
মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ পরিচালিত ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধি ২০২৩’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের পরিসর বৃদ্ধি এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে উক্ত নীতিমালা প্রকাশ করা হ’ল। আশাকরি যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে ইনশাআল্লাহ। এতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধিসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের জনবল কাঠামো, একাডেমিক পরীক্ষা বিধি এবং সর্বশেষে শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয় বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্টে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের অগ্রগতি সূচক উল্লেখ করা হয়েছে। বোর্ড অধিভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে উক্ত নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হল।

পরিচালনা বিধি ২০২৩ প্রণয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বোর্ডের সম্মানিত সচিব জনাব শামসুল আলম। শত ব্যস্ততার মাঝেও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের স্বপ্নদ্রষ্টা ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামাআ‘ত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উক্ত বিধিসমূহ এক নযর দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া সম্মানিত বোর্ড কর্মকর্তাগণ এবং উপদেষ্টামণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা তাদের সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং অহি-র জ্ঞান ভিত্তিক আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করুন। আমীন!

(ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব)
চেয়ারম্যান
হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড
নওদাপাড়া, রাজশাহী
১৬.০১.২০২৩

অহি-র
জ্ঞান ভিত্তিক
আলোকিত সমাজ
গড়ার প্রত্যয়ে..

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

প্রথম অধ্যায়

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধি

(১) শিরোনাম : এই বিধি **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড পরিচালনা রেগুলেশন-২০২৩'** নামে পরিচিত হবে।

(২) শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা :

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কমিটি অনুমোদন, পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ, প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন বা স্বীকৃতি বাতিলকরণ তথা সর্বক্ষেত্রে 'সুপ্রীম অথরিটি' (Supreme Authority) হিসাবে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৩) প্রয়োগ ও প্রবর্তন : হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর আওতাভুক্ত সকল কওমী, আলিয়া, সোনামণি স্কুল, স্কুল/মাদ্রাসা, সমমানের ইসলামী স্কুল, কিণ্ডার গার্টেন, ইসলামিক সেন্টার, অনলাইন একাডেমী, গণশিক্ষা প্রকল্প, মহিলা মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসহ সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(৪) পদবী/পরিভাষা পরিচিতি :

ক. 'পরিচালনা কমিটি' বলতে ৩নং ধারায় বর্ণিত বোর্ডভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটি/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি বুঝাবে।

খ. 'বোর্ড' অর্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড', রাজশাহী।

গ. 'দাতা' বলতে কোন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২০ হাযার টাকা অথবা অনুরূপ মূল্যের উপকরণ দান করেছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে। কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা দান করলে তিনি 'আজীবন দাতা' হিসাবে পরিগণিত হবেন।

ঘ. 'প্রতিষ্ঠাতা' বলতে যিনি বা যারা মূল প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্যোক্তাকে বুঝাবে।

ঙ. 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' বলতে যিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা বিধি প্রবর্তনের পূর্বে যাদের নাম প্রতিষ্ঠাতাগণের তালিকায় রয়েছে তাঁদেরকেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বুঝাবে।

চ. 'বিদ্যোৎসাহী সদস্য' বলতে স্থানীয় কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে বুঝাবে।

ছ. 'অভিভাবক' বলতে কোন শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা অথবা তাদের অবর্তমানে তাদের আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে।

(৫) পরিচালনা কমিটি কাঠামো :

ক. সদস্য সংখ্যা : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারীসহ শিক্ষানুরাগী অনধিক ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। প্রয়োজনে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে এ সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

খ. সভাপতি : পরিচালনা কমিটির প্রধান হবেন। প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনদের পরামর্শক্রমে এবং শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সভাপতি মনোনয়ন পাবেন।

গ. সহ-সভাপতি : সভাপতির নির্দেশিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

ঘ. সচিব/সম্পাদক/সেক্রেটারী : তিনি প্রতিষ্ঠানের সাচিবিক ও সার্বিক নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান পদাধিকারবলে উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম হতে পারে।

ঙ. শিক্ষক প্রতিনিধি : ১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি থাকবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

চ. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ১ জন (যদি থাকে)।

ছ. দাতা সদস্য : ১ জন (যদি থাকে)।

জ. সাধারণ সদস্য : বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান পদাধিকারবলে সদস্য হবেন)

ঝ. বিদ্যোৎসাহী : ১ জন।

ঞ. অভিভাবক প্রতিনিধি : ১ জন।

(৬) কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা :

ক. সকল সদস্যকে কমপক্ষে ডিগ্রী/ফাযিল অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ অভিজ্ঞ, সৎ, ধার্মিক, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হ'তে হবে। তবে প্রয়োজনে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী, বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে।

খ. সকল সদস্যকে অবশ্যই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সদস্য কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী হ'তে হবে। 'সংগঠন'-এর বিরোধী মত পোষণকারী

কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বা ম্যানেজিং কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সদস্য হ'তে পারবেন না।

গ. কোন সদস্য সভাপতির বিনা অনুমতিতে পরপর অন্যূন ৩টি (তিনটি) বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

ঘ. কমিটির কোন সদস্য রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হ'লে কিংবা তার বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলন, অর্থ কেলেংকারী, কোন অনিয়ম কিংবা অনৈতিক অভিযোগ নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে প্রমাণিত হ'লে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

(৭) পরিচালনা কমিটি মনোনয়ন পদ্ধতি :

ক. পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাচিত হবেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

খ. পরিচালনা কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও ঠিকানা ও নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত রেজুলেশনের সত্যায়িত অনুলিপিসহ পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করবেন এবং শিক্ষা বোর্ড উক্ত কমিটি অনুমোদনপূর্বক তা নোটিশ আকারে প্রকাশ করবে।

গ. কোন সদস্যপদ হঠাৎ শূন্য হলে বোর্ডের মৌখিক অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন সদস্য নির্বাচন করা যাবে।

ঘ. পরিচালনা কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বছর।

ঙ. মেয়াদ শেষ হওয়ার ২০ দিন পূর্বে বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ববর্তী পরিচালনা কমিটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি (সভাপতি ১ জন, সচিব ১ জন, দাতা/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১ জন, শিক্ষক প্রতিনিধি ১ জন, বিদ্যোৎসাহী সদস্য ১ জন) গঠন করবে।

চ. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে বা বাতিল হলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য সভাপতি, সচিব/সম্পাদক/সেক্রেটারী ও ৩ জন সাধারণ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করতে হবে। মেয়াদ শেষ হলে উক্ত কমিটি বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। তবে মূল কমিটি গঠন পর্যন্ত তারা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ. পরিচালনা কমিটি গঠনকালে যে কোন সমস্যা সমাধানে বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৮) পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

কমিটির নিম্নরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে-

ক. তহবিল সংগ্রহ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা।

খ. শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, সাময়িক বা অস্থায়ী অব্যাহতি, পদচ্যুতি।

গ. নৈমিত্তিক ছুটির তালিকা মঞ্জুর।

ঘ. উন্নয়ন প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেট ও বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।

ঙ. বার্ষিক ছুটির তালিকা মঞ্জুর।

চ. প্রতিষ্ঠানের জমি, খেলার মাঠ, বই, লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা ও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা (সকল প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সক্ষমতা সাপেক্ষে **১**টি লাইব্রেরী ও সেখানে ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকার পৃথক পড়াশানো এবং গবেষণার ব্যবস্থা থাকতে হবে)।

ছ. কমিটির কাছে উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান।

জ. ছাত্রদের আবাসিকতার ব্যবস্থা করা এবং আবাসিক শিক্ষকদের বাসস্থান নির্ধারণ করা।

ঝ. জেনারেল ফাণ্ড/রিজার্ভ ফাণ্ড, ভবন নির্মাণ ফাণ্ড, শিক্ষক কল্যাণ ও প্রশিক্ষণ ফাণ্ড, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ফাণ্ড, বৃত্তি ফাণ্ড, লাইব্রেরী ফাণ্ড, পরীক্ষা ফাণ্ড, ইয়াতীম ও দরিদ্র ফাণ্ড, শিক্ষক-কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ফাণ্ড, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ফাণ্ড, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফাণ্ড সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঞ. প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সংরক্ষণ করা।

ট. শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঠ. অভ্যন্তরীণ বিবিধ সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত প্রদান।

ড. মাদ্রাসা বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশের ষান্মাসিক/বার্ষিক অডিটের ব্যবস্থা করা।

ঢ. প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নতি-অগ্রগতির স্বার্থে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা। যেমন- কর্মচারী নিয়োগ সাব-কমিটি, পরীক্ষা-বিষয়ক সাব-কমিটি, হিসাব বিষয়ক কমিটি, আবাসিক/বোর্ডিং বিষয়ক কমিটি, আইন-শৃংখলা ও প্রশাসন বিষয়ক সাব কমিটি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক সাব কমিটি, খেলাধুলা

ও সংস্কৃতি, লাইব্রেরী, ভাষা ও বিতর্ক ক্লাব, শিক্ষক-ছাত্র ডিসিপ্লিন (আমল-আদব), ক্যারিয়ার গাইডলাইন, আর্ত মানবতার সেবা, উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ক সাবকমিটি গঠন করা। উল্লেখ্য যে, প্রতি ১/২ মাস অন্তর এসব সাব-কমিটি মূল কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

ণ. শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সকল নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। যদি প্রতিষ্ঠান কোন কারণে তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে এর উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করবে।

ত. প্রি-সেশন মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, যাতে গত বছরের প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

থ. শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সহপাঠ্য কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

দ. কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ ও অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

(৯) বরখাস্তকরণ : প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা অন্যান্য শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যাবে। সেক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত রেকর্ড প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১০) উপদেষ্টা/জেনারেল/এডহক কমিটি :

ক. প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটি অন্যূন তিন সদস্য বিশিষ্ট হবে। যারা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

খ. পূর্ণাঙ্গ পরিচালনা কমিটি গঠনের প্রাক্কালে প্রস্তুতিমূলক এ্যাডহক কমিটি গঠন করা যাবে। একজন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও একজন সম্পাদক/সচিব/সেক্রেটারী এবং অন্যূন একজন সাধারণ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠিত হবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের সাধারণ দাতা সদস্য ও শুভাকাঙ্খীদের সমন্বয়ে অনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে জেনারেল কমিটি গঠিত হবে এবং বছরে কমপক্ষে একবার জেনারেল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(১১) সভা পরিচালনা পদ্ধতি :

ক. প্রতি মাসে একবার সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে যরূরী ও বিশেষ সভাও আহ্বান করা যেতে পারে।

খ. সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সচিব/সেক্রেটারী সভার তারিখ ও এজেন্ডা নির্ধারণ করবেন।

গ. সাতদিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচীসহ নোটিশ সদস্যদের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

ঘ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সেক্রেটারী বা তার মনোনীত একজন সিনিয়র ও অভিজ্ঞ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঙ. অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে যরূরী ও বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

চ. ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে যরূরী সভা হতে পারে। প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালীন সময়েও যরূরী বা বিশেষ সভা হতে পারে।

ছ. সচিব/সেক্রেটারী সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণের জন্য রেজুলেশন লিখবেন এবং তা অনুমোদনপূর্বক সভাপতি স্বাক্ষর করবেন।

জ. কোরাম : অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে বৈঠকে কোরাম হবে।

ঝ. গঠনতন্ত্রের কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার জন্য ম্যানেজিং কমিটির সভায় গৃহীত কার্যবিবরণী বাতিল হবে না।

ঞ. সকল বৈঠক মাদ্রাসার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে।

(১২) পরিচালনা কমিটি যেসব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবেন না (অপরিহার্য না হ'লে) :

ক. মাদ্রাসার দৈনন্দিন কর্মসূচী বা অভ্যন্তরীণ শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম, যা প্রিন্সিপাল/সুপার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক গৃহীত।

খ. ছাত্রভর্তি, ছাত্রের শ্রেণী উন্নতি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র নির্বাচন ইত্যাদি যা মূলত প্রিন্সিপাল/সুপার/প্রতিষ্ঠান প্রধানের এখতিয়ারাধীন।

গ. প্রিন্সিপাল/সুপার/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটি এবং সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করলে এক্ষেত্রে অনধিক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিচালনা কমিটিকে অবগত করাতে হবে এবং ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(১৩) পরিদর্শন বিধি :

ক. পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল পরিদর্শন থাকলে তা পূর্বেই প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবগত করাতে হবে।

খ. শিক্ষা বোর্ড থেকে আগত পরিদর্শক/পরিদর্শকমণ্ডলীর যাতায়াতসহ আনুসঙ্গিক খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করবে।

(১৪) ট্রাস্ট/এনজিও-এর অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নীতি :

ক. যে কোন ট্রাস্ট/এনজিও বা সংস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধীনে স্বীকৃতি বা পাঠদান অনুমোদন নিয়ে পরিচালিত হতে পারবে।

খ. সকল প্রতিষ্ঠান অত্র শিক্ষাবোর্ডের অধীনে থেকে সরকারী/বেসরকারী সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

(১৫) শিক্ষা বোর্ডে অধিভুক্তি :

ক. হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে অধিভুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের নিয়ম অনুসরণ করে অনুমোদন নিতে হবে।

খ. বোর্ডে অধিভুক্তির জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত নিবন্ধন ফী এবং বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে ফী প্রদান করতে হবে।

গ. কোন গুরুতর অনিয়ম ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার প্রমাণ পেলে শিক্ষা বোর্ড যে কোন সময় অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

(১৬) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও স্থান নির্বাচন :

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজের বৈশিষ্ট্যসূচক নাম অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন : দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা (مدرسة دار الحديث السلفية), দারুস সুন্নাহ, মারকাযুস সুন্নাহ, দারুত তাওহীদ, দারুল ঈমান প্রভৃতি।

খ. কোন অবস্থাতেই আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর নামে নামকরণ করা যাবে না। কেবলমাত্র সংগঠন অনুমোদিত যেলা শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মারকায হলে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত নামকরণ করা যাবে।

গ. নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে চাইলে শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় স্থানিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

ঘ. বোর্ড অধিভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্থান পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(১৭) অসুবিধা দূরীকরণ :

কোন বিধানের অস্পষ্টতা অথবা প্রয়োগে অসুবিধা দেখা দিলে বিষয়টি বোর্ডের গোচরীভূত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(১৮) বিবিধ :

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোন সমাবেশ, ইসলামী সম্মেলন, ওয়ায-মাহফিলে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্বশীলদেরকে অতিথি হিসাবে আহ্বান করা যাবে। তবে কোন অবস্থাতেই বক্তা ও আলোচক হিসাবে বিভ্রান্ত আক্বীদা ও মানহাজের অনুসারীদেরকে আলোচক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। অনুরূপভাবে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মৌলিক কর্মসূচী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী বা অপপ্রচারকারীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে না।

খ. প্রতিষ্ঠান সমূহ যে কোন আর্থিক হিসাব লিখিত আকারে শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত নীতিমালা মোতাবেক সংরক্ষণ করবে এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করবে।

গ. কোন প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ বা প্রমাণ পেলে বোর্ড স্বপ্রণোদিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. বিভিন্ন সময়ে সরকারী কোন যরূরী নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ডের কোন নির্দেশনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তা অবশ্যই পালন করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষক-কর্মচারীদের জনবল কাঠামো বিধি

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ/সমমান ইত্যাদি)-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের জনবল কাঠামো ২০২৩।

(১৯) নীতিমালা :

১. শিরোনাম : এ নীতিমালা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদান এবং জনবল সম্পর্কিত নীতিমালা নামে অভিহিত হবে।

২. প্রয়োগ : দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিম্নোক্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত/অনুমোদিত বেসরকারী মাদ্রাসা বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

ক. দাওরায়ে হাদীছ/কামিল মাদ্রাসা/সমমান।

খ. ফাযিল মাদ্রাসা/ডিগ্রী/সমমান।

গ. আলিম মাদ্রাসা/উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান।

ঘ. দাখিল মাদ্রাসা/মাধ্যমিক/সমমান।

ঙ. জুনিয়র দাখিল মাদ্রাসা/স্কুল/সমমান।

চ. ইবতেদায়ী মাদ্রাসা/প্রাইমারী/সোনামণি স্কুল/সমমান।

ছ. সকল স্তরের মহিলা মাদ্রাসা/স্কুল/কলেজ সমমান।

জ. উচ্চতর দ্বীনী গবেষণা বিভাগ ও তৎসংক্রান্ত আলেমগণের কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ঝ. বিজ্ঞান/বাণিজ্যিক স্কুল/কলেজ, কারিগরী স্কুল/কলেজ, সেবামূলক স্কুল/কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

ঞ. শিক্ষক, ছাত্র-ডিসিপ্লিন (আমল/আদব), প্রশাসন, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং গবেষণা বিষয়ক ও তৎসংক্রান্ত উচ্চশ্রেণীর ছাত্র/শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩. স্বীকৃতি ও অনুমোদন :

মাদ্রাসা বা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই অত্র বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি অনুমোদনের আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। অতঃপর বোর্ড তা পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নির্দিষ্ট ফী গ্রহণ সাপেক্ষে স্বীকৃতি ও অনুমোদন প্রদান করবে।

৪. নিয়োগ, যোগ্যতা ও জনবল কাঠামো :

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী জনবল কাঠামো, তাদের যোগ্যতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়োগ-বিধি ও পদ্ধতি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে হবে।

৫. হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষণ :

মাদ্রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোর্ড অথবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী হিসাব সংক্ষরণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষার (অডিট) ব্যবস্থা করবে।

৬. পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্র বোর্ড প্রণীত পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম চালু থাকতে হবে।

(২০) পরীক্ষার ফলাফল :

ক. আবেদনকারী মাদ্রাসা/প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অথবা অনুমোদিত সংস্থার কোন আর্থিক সুবিধা/অনুদান প্রাপ্তির জন্য বোর্ড বা বোর্ড অধীনস্থ সংস্থার আওতাধীন পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড বা বার্ষিক পরীক্ষার ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবে।

পরীক্ষার ধরন	**অত্র বোর্ড/পাবলিক পরীক্ষা ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**		**বার্ষিক শ্রেণী পরীক্ষায় পাশের ন্যূনতম হার**
	পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা	পাশের ন্যূনতম শতকরা হার	
১. কামিল/দাওরায়ে হাদীছ সমমান পরীক্ষা	০৭	৮০%	৮৫%
২. ফাযিল/সমমান	০৮	৮০%	৮৫%
৩. আলিম/সমমান	১০	৮৫%	৯০%
৪. দাখিল/সমমান	১০	৮৫%	৯৫%
৫. জুনিয়র দাখিল/সমমান	১২	৯০%	৯৫%
৬. ইবতেদায়ী/সমমান	১৫	৯৫%	৯৮%
৭. কারিগরী ভোকেশনাল/ কর্মসংস্থান সমমান স্কুল এন্ড কলেজ	৮	৮৫%	৮৫%
৮. কিণ্ডারগার্টেন/সোনামণি স্কুল/সমমান	১৫	৯৫%	১০০%
৯. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৩০	৯৫%	১০০%

৭. উচ্চতর কুরআন-হাদীছ ও বিজ্ঞান (কুরআন তাফসীর, হাদীছ, ইফতা/ফৎওয়া, দাওয়াহ, ফিক্বহ, শুদ্ধ কুরআন তাজবীদ, ইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্য, মেডিকেল, মানব সেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষক, ছাত্র-ডিসিপ্লিন (আমল-আদব), কর্মসংস্থান উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক গবেষণা) ইনস্টিটিউট	২০	৯৫%	১০০%

খ. কোন মাদ্রাসা/প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির পর ২ বছরের মধ্যে অত্র বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষায় পাশের হারের কমপক্ষে ৮৫%-৯৫% ফলাফল অর্জনের খতিয়ান দেখাতে হবে।

(২১) জনবল কাঠামো :

ক. পদ ও জনবল :

দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/ফাযিল/আলিম/সমমান :

ক্র. নং	পদবী	বিষয়	পদসংখ্যা
১	প্রিন্সিপাল/মুহতামিম	-	০১
২	ভাইস প্রিন্সিপাল/নায়েবে মুহতামিম	-	০১
৩	সিনিয়র মুহাদ্দিছ/মুফতী/ মুফাসসির/সহকারী অধ্যাপক	কুরআন, তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীছ, আরবী, ইফতা ও অন্যান্য	০৩
৪	সহকারী অধ্যাপক	বাংলা, ইংরেজী, ইসলামের ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, ইসলামী অর্থনীতি ও অন্যান্য	০৩
৫	প্রভাষক/ মুহাদ্দিছ/মুফতী	কুরআন, তাফসীর হাদীছ, আরবী, ইফতা, ফিক্বহ ও অন্যান্য	০২
৭	প্রভাষক	বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ইসলামের	০৫

		ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অন্যান্য	

দাখিল/সমমান :

ক্র. নং	পদবী	বিষয়	পদসংখ্যা
১	সুপারিনটেনডেন্ট /প্রধান শিক্ষক/সমমান	-	০১
২	সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট/সহ প্রধান শিক্ষক/সমমান	-	০১
৩	সিনিয়র শিক্ষক	কুরআন, তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীছ, আরবী অন্যান্য	০৫
৪	সিনিয়র শিক্ষক	বাংলা, ইংরেজী, কৃষি, অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও অন্যান্য	০৪
৫	সিনিয়র শিক্ষক	পদার্থ, রসায়ন, বিজ্ঞান ও অন্যান্য	০৩
৬	সিনিয়র শিক্ষক	কম্পিউটার, গণিত, উচ্চতর গণিত ও অন্যান্য	০২
৭	সহকারী শিক্ষক	আরবী, হিফয ও কিরাআত	০৩
৮	সহকারী শিক্ষক	বাংলা, ইংরেজী, কৃষি, ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতি ও অন্যান্য	০৪
৯	সহকারী শিক্ষক	বিজ্ঞান, কম্পিউটার, গণিত, উচ্চতর গণিত ও অন্যান্য	০৪
১০	সহকারী শিক্ষক	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শরীর চর্চা	০১

ইবতেদায়ী/সমমান :

ক্র. নং	পদবী	বিষয়	পদসংখ্যা
১	ইবতেদায়ী/প্রাথমিক/ প্রধান/প্রধান শিক্ষক (সহকারী শিক্ষক	-	০১

	পদমর্যাদা)		
২	জুনিয়র শিক্ষক	আরবী	০২
৩	জুনিয়র শিক্ষক	বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ও অন্যান্য	০২
৪	জুনিয়র শিক্ষক	হিফয ও ক্বিরাআত	০১

অন্যান্য :

ক্র. নং	পদবী	বিষয়	পদসংখ্যা
১	শিক্ষা সচিব/ নায়েমে তা'লীম প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সহকারী অধ্যাপক/ প্রভাষক/ সিনিয়র/ সহকারী/ জুনিয়র শিক্ষক পদমর্যাদা)	প্রশাসন বিভাগ (শৃংখলা (আমল-আখলাকসহ), নিয়োগ/ কর্মসংস্থান, ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিষয়ক)	০১
২	সিনিয়র/সহকারী/জুনিয়র হাফেয/ক্বারী (সিনিয়র/সহকারী/জুনিয়র শিক্ষক পদ মর্যাদা)	হিফয ও মক্তব বিভাগ	প্রয়োজনমত
৩	সিনিয়র/সহকারী/জুনিয়র আবাসিক শিক্ষক/মুশরিফ/ তত্ত্বাবধায়ক/কেয়ারটেকার	আবাসিক বিভাগ	প্রয়োজনমত
৪	সিনিয়র/সহকারী/জুনিয়র গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার বিভাগ	প্রয়োজনমত
৫	সিনিয়র/সহকারী /জুনিয়র কর্মকর্তা	আইটি বিভাগ	প্রয়োজনমত
৬	সিনিয়র/সহকারী/জুনিয়র কর্মকর্তা	ইয়াতীম বিভাগ	প্রয়োজনমত
৭	সিনিয়র/সহকারী/জুনিয়র হিসাব কর্মকর্তা	হিসাব বিভাগ	প্রয়োজনমত
৮	সুপার/সহ-সুপার (৩য় শ্রেণী)	বোর্ডিং বিভাগ	প্রয়োজনমত
৯	উচ্চমান/নিম্নমান অফিস সহকারী	অফিস বিভাগ	প্রয়োজনমত

	(৩য় শ্রেণী)		
১০	স্টোর কিপার/ পিয়ন/ গার্ড/ বাবুর্চি/ মালি/ ঝাড়ুদার ও অন্যান্য (৪র্থ শ্রেণী)	বিবিধ	প্রয়োজনমত
১১	আয়া (কেবল মহিলা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে) (৪র্থ শ্রেণী)	বিবিধ	প্রয়োজনমত

খ. যদি কোন প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত জনবলের অতিরিক্ত পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী রাখতে চায়, তবে রাখতে পারবে।

গ. সকল শিক্ষক-কর্মচারীর নিয়োগ ও যোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত চাকুরী বিধি অনুযায়ী হ'তে হবে।

ঘ. অবসর গ্রহণের বয়সসীমা হবে ৬০ বছর। তবে প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

ঙ. অত্র বোর্ড প্রয়োজন মনে করলে প্রেষণে কোন দক্ষ শিক্ষককে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দিতে পারবেন। অতঃপর মেয়াদ শেষে উক্ত শিক্ষক পুনরায় স্বীয় প্রতিষ্ঠানে স্বপদে ফিরে যেতে পারবেন। অথবা অত্র বোর্ডে স্থায়ী হ'তে পারবেন। এ সময়ে নিয়মানুযায়ী তার সকল পদ মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধাও প্রাপ্ত হবেন।

(২২) শিক্ষক ও কর্মচারী নীতিমালা :

১. শিক্ষকতার পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ :

ক. শিক্ষকমণ্ডলীকে তাঁদের নির্দিষ্ট বিষয়ে ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে যোগ্যতা সাপেক্ষে পাঠদান করানো যেতে পারে।

খ. শিক্ষকগণ ক্লাস/পিরিয়ড বিষয়ভিত্তিক ক্লাসে চাহিদানুযায়ী নিরূপিত হবে। তাছাড়া প্রতি শিক্ষকের ন্যূনতম অপর ২টি বিষয়ে ক্লাস নেয়ার যোগ্যতা/দক্ষতা থাকতে হবে।

গ. উচ্চস্তরের শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুসারে নিম্ন শ্রেণীসমূহের ক্লাসও নিতে হবে।

ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষককে উচ্চ ও বিভিন্ন শিক্ষার জন্য নির্ধারিত ও অবশ্য অনুসরণীয় সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ের এক/একাধিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিংবা ছাত্র সংসদের বিভিন্ন ক্লাব/ইউনিটের দায়িত্ব নিতে হবে।

ঙ. একই বিষয়ের একাধিক শিক্ষক থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বিষয়ের ওপর অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ **১**জন শিক্ষক ঐ বিষয়ের বিভাগের প্রধান বা সিনিয়র শিক্ষক বলে গণ্য হবেন। যিনি অন্যদেরকে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও

পাঠ অগ্রগতিতে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। তাঁদের জন্য প্রয়োজনে পৃথক কক্ষ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

চ. একজন শিক্ষক প্রতি সপ্তাহে সর্বনিম্ন ২৪ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সর্বোচ্চ ৩৪টি ক্লাস নিবেন। তবে বিশেষ মুহূর্তে কম/বেশী হ'তে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যে, একজন শিক্ষক/শিক্ষিকার উপর ক্লাসের বাইরেও একাডেমিক বিভিন্ন দায়িত্ব আসতে পারে, সেজন্য এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

ছ. প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানকে সর্বোচ্চ ৪টি ক্লাসই বিধেয়। তবে সুযোগ মত কারও প্রক্সি ক্লাস তারা নিতে পারবেন।

(২৩) বেতন নির্ধারণ :

ক. শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদবী অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বেতনক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনক্রম পর্যালোচনাসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও সাধ্য মোতাবেক তা নির্ধারিত হবে।

(২৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে :

বোর্ড অধিভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর জন্য আবেদন করতে চাইলে তা কর্তব্যরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতিক্রমে করতে পারবে। তিনি তখন বিভাগীয় প্রার্থীরূপে গণ্য হবেন। এক্ষেত্রে নতুন নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান উক্ত শিক্ষকের পূর্বের চাকুরীর অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করতে পারবেন। তবে বোর্ড প্রয়োজনে শিক্ষক বদলির ব্যবস্থাও করতে পারবে।

(২৫) আপীল :

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী যদি কোন কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে সংক্ষুব্ধ হন, তবে প্রয়োজনে তিনি বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর আপীল বা আবেদন করতে পারবেন। বোর্ড চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করলে প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।

(২৬) নিয়োগ :

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/তার প্রতিনিধি নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি থাকবেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সরকারী/বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১জন বিষয়ভিত্তিক এক্সপার্ট ও অন্যান্য ২জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে অনুর্ধ্ব ৫ সদস্যের নির্বাচনী/সিলেকশন বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ড চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমিটিকে বিবেচনায় আনতে হবে। এ বিষয়ে কমিটিকে অবশ্যই

নিরপেক্ষতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে যেন শিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের খসড়া/প্রাথমিক ফলাফল চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত না হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রত্যেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মাসিক/দৈনিক পত্রিকা/ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। তবে এডহক কিংবা অস্থায়ী নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানের উন্মুক্ত নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য, বোর্ড নিজস্ব মনোনীত কোন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে যেকোন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে পারবে।

(২৭) শিক্ষানবিস :

নিয়োগের পর প্রত্যেক শিক্ষক ১ (এক) বছরের জন্য শিক্ষানবিস হিসাবে থাকবেন। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে এক্ষেত্রে সময়কাল হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন। এ সময়কালে দায়িত্বপালন সন্তোষজনক হ'লে তার চাকুরী স্থায়ী করা হবে।

(২৮) শিক্ষকদের আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ক. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও শ্রেণী রুটিন অনুযায়ী ক্লাস করা, সাপ্তাহিক/দৈনিক পাঠ্যক্রম/টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেওয়া ও তার রির্পোট মাস শেষে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর পেশ করা।

খ. শিক্ষার্থীদের সাথে অভিভাবকসুলভ আচরণ করতে হবে এবং তাদের সাথে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা।

গ. পরীক্ষা পরিচালনা, বিভিন্ন ক্লাব বা ইউনিট/বিভাগ ও অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমিক কাজে কিংবা পরিচালনায় সহায়তা করা।

ঘ. প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা ম্যানেজিং কমিটি বা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে পালন করা।

(২৯) প্রাইভেট পড়ানো সংক্রান্ত :

ক. প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় সাধারণভাবে কোন শিক্ষক কাউকে প্রাইভেট পড়াতে পারবে না। তবে প্রয়োজনে দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পড়ানো যেতে পারে।

খ. প্রাইভেট পড়ানোর বিপরীতে কোন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মনে করলে প্রতিষ্ঠানে টিউটোরিয়াল/কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করাতে পারবে। এজন্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীদেরকে এই ফী প্রদান করতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের উপর সাধ্যাতীত কোন বোঝা কিংবা চাপ না পড়ে।

গ. প্রাইভেট পড়ানোকে উপলক্ষ্য করে কোন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের বাড়তি নযর কিংবা বিশেষ সুবিধাপ্রদান অতীব গর্হিত ও ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩০) ইস্তফা :

কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে যদি না থাকতে চান তবে ঐ শিক্ষককে কমপক্ষে ২/৩ মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। শুধু মৌখিক অবগতি গ্রহণযোগ্য নয়। বছরের (সেশন) শেষে ইস্তফা দেয়ার উপযুক্ত সময় বলে গণ্য হবে। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হৌক এমন ইস্তফা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩১) শাস্তি :

চাকুরীবিধি অমান্য করলে, দায়িত্বে অবহেলা করলে, অযোগ্যতা কিংবা দুর্নীতির কারণে অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ পরিপন্থী অথবা বোর্ড অনুমোদিত সংস্থা/সংগঠনের পরিপন্থী কোন কিছু করলে নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করা যাবে।

ক. তিরস্কার।

খ. নির্ধারিত সময়ের জন্য ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা।

গ. বেতন থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

ঘ. চাকুরী থেকে সাময়িক অপসারণ বা স্থায়ী বরখাস্ত করা।

ঙ. এ বিধি সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

চ. নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রকার ন্যায়সংগত শাস্তি দিতে পারবেন। তবে চাকুরী থেকে সাময়িক অপসারণ বা স্থায়ী বরখাস্তের ক্ষেত্রে তাকে মৌখিক ও লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

(৩২) সাময়িক বরখাস্তকালীন ভাতা :

তদন্ত সাপেক্ষে নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে কৃত অপরাধের কারণে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবে। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালে তিনি জীবিকা নির্বাহ বাবদ অর্ধেক বেতন পাবেন।

(৩৩) তদন্ত কমিটি :

কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন বা দায়ের করার এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে উল্লিখিত অপরাধের জন্য তাকে কারণ দর্শাতে বলা হবে। তার ব্যাখ্যা বা জবাব পাওয়ার পর ম্যানেজিং কমিটি কমপক্ষে ১জন সিনিয়র শিক্ষকসহ ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করবে এবং তদন্ত সাপেক্ষে স্থায়ী বরখাস্ত অথবা পুনর্বহাল করতে পারবে। তবে সমস্যা সমাধানে কমিটি প্রয়োজনে বোর্ডের সহযোগিতা নিতে পারে।

(৩৪) ছুটি বিধি ও শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী মূল্যায়ন :

ক. দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ছুটি অর্জন করতে হয়। ছুটি সর্বদা অধিকার হিসাবে দাবী করা যাবে না। কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর অথবা মঞ্জুরকৃত ছুটি বাতিল করতে পারেন। সাধারণত ২ বছর চাকুরী না করলে নৈমিত্তিক ছুটি ছাড়া অন্য কোন ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। তবে যরূরী ক্ষেত্রে কিংবা চিকিৎসার জন্য ২ বছরের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ১৫

থেকে ৩৬ দিন পর্যন্ত অথবা এরও বেশী ছুটি মঞ্জুর করতে পারেন। তখন কমিটি তাকে পূর্ণ বা আংশিক বেতন দিতে পারবেন। তবে ১ মাসের অধিক ছুটি প্রদান করলে সে স্থলে প্রয়োজনে এডহক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ দান করা যাবে।

খ. নৈমিত্তিক বা অর্জিত ছুটি :

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে এক সঙ্গে সর্বোচ্চ ৭ দিন ছুটি ভোগ করা যায়। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সনদের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ পূর্ণ বেতনে অথবা অর্ধবেতনে ১-৩ মাস চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর করতে পারেন।

গ. ম্যাটারনিটি/মাতৃত্বকালীন ছুটি :

একজন শিক্ষিকা একবার পূর্ণ বেতনে ২ মাস এবং অন্য সময় অর্ধ বেতনে এই ছুটি পাবেন। একই সাথে শিক্ষকও তার ভূমিষ্ট সন্তানের জন্য ১ সপ্তাহ ছুটি নিতে পারবেন।

ঘ. কর্তব্যরত ছুটি :

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কর্তব্যরত ছুটি পাবেন-

১. পরীক্ষা পরিচালনা অথবা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সভায় যোগদান।

২. যরূরী কাজে কিংবা সরকারী সাক্ষী হিসাবে কোর্টে হাযির হওয়া অথবা প্রতিষ্ঠানের কিংবা তৎসংক্রান্ত মামলার কাজে গমন।

৩. সরকার কিংবা বোর্ড কিংবা বোর্ড অনুমোদিত সংস্থা/সংগঠন কর্তৃক নিয়োগকৃত সভায় বা কাজে যোগদান অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য গমন।

৪. শিক্ষা বিভাগ কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (দেশে/বিদেশে) আমন্ত্রণে প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ভাষণ দান কিংবা সেমিনার প্রভৃতি কর্মে অংশগ্রহণ।

ঙ. শিক্ষা প্রশিক্ষণকালে ছুটি :

১. দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা বা গবেষণার জন্য এ ছুটি সমস্ত চাকুরী কালে ৩ বছরের অধিক হবে না। ১ম বছর অর্ধ বেতনে এবং পরবর্তী সময় বিনা বেতনে। তবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

২. এ সময় একজন শিক্ষক পিটিআই, বি.এড, এমএড, এমফিল, ডক্টরেট থিসিস করণ, বিভিন্ন গবেষণা কাজে অংশগ্রহণ সহ প্রভৃতি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন।

৩. প্রতিষ্ঠানে চাকুরীকালীন উচ্চ শিক্ষার্থে বা বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন অতিরিক্ত ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। তবে বিকল্প ব্যবস্থাপনা থাকলে বিভাগীয় প্রধান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুফারিশক্রমে বিনা বেতনে এ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

চ. অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট/সম্মানী/ভাতা :

উচ্চতর ডিগ্রী যেমন ডক্টরেট/এম.ফিল এবং এম.এড/বিএড/পিটিআই অথবা সরকার অনুমোদিত কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা অত্র শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (কমপক্ষে সর্বমোট ২মাসের) শিক্ষকগণ পদানুপাতে ১/২/৩টি ইনক্রিমেন্ট কিংবা ২-৩ হাযার টাকা শিক্ষাভাতা অথবা দক্ষতা-যোগ্যতার ভিত্তিতে উভয়টি মাসিক বেতনের সাথে প্রাপ্ত হবেন।

ছ. পুরস্কৃত ইনক্রিমেন্ট :

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কিংবা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আন্তঃপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান অধিকারী নিজ প্রতিষ্ঠানে ২জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রতিষ্ঠান থেকে ১-৩টি অথবা এর অধিক ইনক্রিমেন্টসহ পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। কোন শিক্ষক ৩ বার পুরস্কৃত হ'লে তিনি পুনরায় উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণও এ নিয়মের আওতায় পড়বে।

জ. বিশেষ সম্মানী :

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মানোন্নয়ন করা বা উৎসাহিত করার জন্য মাসিক/ষান্মাষিক/বার্ষিক **সেরা শিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারী** (এক বা একাধিক জন)-কে মাদ্রাসার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উৎসাহমূলক আর্থিক সম্মানী (ক্রেস্ট বা পুরষ্কারসহ) প্রদান করতে পারেন।

(৩৫) ভবিষ্যত তহবিল :

স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে এ তহবিলের সুযোগ দেয়া যাবে। শিক্ষক প্রতি মাসে তার বেতনের ৫%-১০% উক্ত ফাণ্ডে জমা করবেন এবং চাকুরীকাল শেষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জমাকৃত অর্থের সমহার কিংবা সক্ষমতা সাপেক্ষে অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে।

(৩৬) গ্র্যাচুইটি :

বেসরকারী শিক্ষকগণ (প্রতিষ্ঠানের চাকুরী থেকে যদি বরখাস্ত বা অপসারিত না হন) দুর্ঘটনার জন্য কর্মক্ষমতা হারান, দীর্ঘ স্থায়ী অসুস্থতা অথবা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে পদ বিলুপ্ত হয় সেক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধার জন্য গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা থাকবে। এর জন্য শিক্ষক কল্যাণ ফাণ্ড থেকেও সহযোগিতা প্রাপ্ত হবেন।

(৩৭) টাইম সেশন পে স্কেল :

প্রতি ২/৫ বছর পরপর দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি/চাহিদার হিসাব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ টাইম স্কেল/পে স্কেল অথবা বেতন বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(৩৮) প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা ছুটি :

বার্ষিক সর্বোচ্চ ৬০/৬৫ দিন প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা ছুটি থাকবে। সরকারী বিধি ও বোর্ড নির্দেশনা অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি সকল ছুটি বাস্তবায়ন করবে।

তবে যরূরী কাজে অফিস খোলা রাখতে হবে। উল্লেখ্য, গ্রীষ্মকালে কিংবা রামাযান মাস কিংবা ঈদুল আযহা কিংবা ১০ দিনের অধিক ছুটির ক্ষেত্রে অফিস খোলা রাখতে হবে। অর্থাৎ অন্ততঃ প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তার মনোনীত ১জন সিনিয়র শিক্ষক, অফিস সহকারী (হিসাব) ও পিওনকে অফিসে আসতে হবে। রামাযানের শেষ দশকেও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অফিস খোলা রাখতে হবে। সেই সাথে ভর্তি, পরীক্ষা, নিয়োগ সংক্রান্ত কিংবা যরূরী অন্যান্য কাজেও অফিস খোলা রাখতে হবে।

(৩৯) বাধ্যতামূলক অবসর :

(১) পুরাতন কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি তার শারীরিক অযোগ্যতা, পেশাগত অদক্ষতা-অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত টার্গেট পূরণে ব্যর্থ হন অথবা এ বিষয় সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তার গাফলতি, উদাসীনতা, অবহেলা, আন্ত রিকতার অভাব সহ প্রতিষ্ঠান বিরোধী কোন কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান উক্ত শিক্ষককে সসম্মানে বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারবে। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত টাকা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাও প্রাপ্ত হবেন।

(২) ১০ বছর বা তদুর্ধ্ব বছর চাকুরী শেষে ১ বছরের অতিরিক্ত মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা পাবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ সক্ষমতা অনুযায়ী কম-বেশীও করতে পারবেন।

(৪০) স্বেচ্ছায় অবসর :

কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা বা কর্মচারী কমপক্ষে ২০ বছর চাকুরীর পর স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তিনি উপরোক্ত আর্থিক সুবিধা পাবেন। উক্ত শিক্ষকের বিগত চাকুরীকালে সুনাম-খ্যাতি থাকলে উপরোক্ত অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা সাপেক্ষে প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের জমাকৃত অর্থ এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাও প্রাপ্ত হবেন।

(৪১) অবসর :

(১) সক্ষম কিংবা বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতনের ১০% এবং কর্মচারীদের ৭% হারে বেতন কর্তন করা হবে। যা প্রত্যেক শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে স্থানীয় কোন ব্যাংক হিসাবে জমা থাকবে। উক্ত টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় কিংবা অবসর নেয়ার পর অত্র সমুদয় টাকা প্রাপ্ত হবেন। অবসর বা বিদায় নেয়ার ২ থেকে ৫ মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সক্ষমতা সাপেক্ষে শিক্ষক-কর্মচারীর স্বাভাবিক অবসরের পর ১ম এক বছর (PRL) শেষে স্কেলের পরিমাণ বেতন এবং পরবর্তী ১০ বছর কিংবা জীবিত থাকা অবস্থায় অর্ধ হারে (৫০%) অথবা ৩০% হারে অবসরকালীন ভাতা নিজস্ব তহবিল অথবা কোন দাতা সংস্থার মাধ্যমে বহন করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এজন্য রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন করতে পারবে। এর জন্য কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বা

দাতা সংস্থা থেকে এককালীন দান সংগ্রহ করতে পারবে। এ ফাণ্ডের অর্থ সংস্থানের জন্য প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। যেমন রিয়েল স্টেট, ডেভেলপমেন্ট, স্টক বিজনেস ইত্যাদি, যার লভ্যাংশ অত্র ফাণ্ডে জমা হবে।

(৪) অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মচারীদের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা সাপেক্ষে মূল ক্লাস ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কাজে লাগাতে পারবে।

(৪২) কল্যাণ ফাণ্ড :

(১) প্রত্যেক মাসে শিক্ষকগণ সর্বনিম্ন ১০০ এবং কর্মচারীগণ ৫০ টাকা করে কল্যাণ ফাণ্ডে জমা করতে পারবেন। অতঃপর শিক্ষক-কর্মচারীদের নানা আপৎকালীন অথবা কল্যাণার্থে অত্র টাকা ব্যয় করতে পারবে অথবা কর্যে হাসানা দিতে পারবে। এই জমাকৃত টাকার একটি অংশ কিংবা কমপক্ষে ১৫% হারে মাসিক/বার্ষিক হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষক পরিষদের কল্যাণ ফাণ্ড বা বায়তুল মাল ফাণ্ডে জমা করতে পারবে।

(২) শিক্ষক ও শিক্ষা উন্নয়নের স্বার্থে অত্র কল্যাণ ফাণ্ডে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, সংগঠন, সংস্থা বা যেকোন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এককালীন দান, অনুদান, শিক্ষক পরিষদ ফাণ্ডে প্রেরণ করতে পারবে এবং মাসিক এয়ানত দিতে পারবে। শিক্ষকগণ মনে করলে ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করতে অত্র টাকা বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারবে। যার মূলধন ও লভ্যাংশ অত্র ফাণ্ডেই জমা হবে।

(৩) এ ফাণ্ড গঠনের উদ্দেশ্য হল যেন চাকুরীকালে অথবা অবসরে কোন শিক্ষক-কর্মচারী অসুখে, অভাব-অনটনে অর্থাভাবে পড়লে তাকে সহযোগিতা করা অথবা ঋণগ্রস্থ হয়ে মারা গেলে তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যায়।

(৪৩) বৃত্তি/স্কলারশীপ ফাণ্ড :

মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ফাণ্ড গঠন করা যেতে পারে। এই ফাণ্ডে স্থানীয় দাতা ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতা নিতে হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের 'এ্যালামনাই এসোসিয়েশনে'র মাধ্যমে মাসিক নিয়মিত অনুদান গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৪৪) শিক্ষক পরিষদ :

(ক) প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধিনস্ত 'আহলেহাদীছ শিক্ষক পরিষদে'র শাখা গঠন করতে পারবে। যারা নিয়মিতভাবে উক্ত পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

(৪৫) ছাত্র/ছাত্রী সংসদ :

(১) প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে নিয়ে 'ছাত্র সংসদ' গঠন করা যাবে। একজন শিক্ষক অথবা ছাত্র উপদেষ্টা অথবা ডিসিপ্লিন (আমল-আদব) বিভাগের অভিজ্ঞ

শিক্ষককে সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট করে বাকী ভিপি, সেক্রেটারী সহ অন্যান্য পদে ৭ থেকে ১১ সদস্য অথবা সর্বোচ্চ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ছাত্র সংসদ গঠন করা যাবে।

(২) প্রার্থীবিহীন পদ্ধতিতে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে লিখিত গোপন পরামর্শের আলোকে প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা তার প্রতিনিধির পরিচালনায় ২ বছরের জন্য ৮ম শ্রেণী থেকে তদূর্ধ্ব শ্রেণী সমূহের ছাত্র থেকে সংসদের নির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনীত করা যাবে। এদের সকলকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সক্রিয় সদস্য/সমর্থক হ'তে হবে।

(৩) এই সংসদের মূল কাজ হ'ল ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষামূলক ও সাংগঠনিক উদ্যোগসমূহ ছড়িয়ে দেয়া। সেই সাথে জাতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষা, গবেষণা, সামাজিক উন্নয়ন ও ভলান্টারী কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' ও 'আল-আওনে'র দায়িত্বশীল তৈরী করার ব্যবস্থা করা এবং মুত্তাকী, নৈতিকতাসম্পন্ন ও দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলা।

(৪) বিভিন্ন বিষয়ে একজন যোগ্য ও দক্ষ ছাত্র হিসাবে গড়ে উঠার জন্য থাকতে পারে বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব/ইউনিট (যেখানে থাকতে পারে কবিতা আবৃত্তি, আরবী ব্যাকরণ অনুশীলন, মুখস্থকরণ, জাগরণী, আযান, বিতর্ক শিক্ষা প্রভৃতি) হিফযুল কুরআন/হাদীছ/কিরাআত, গ্রন্থপাঠসহ বিভিন্ন জ্ঞানমূলক ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা ক্লাব, ভলান্টারী ক্লাব (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান প্রভৃতি); আরবী ও ইংরেজী ভাষাশিক্ষা ক্লাব; ছাত্র ও ডিসিপ্লিন (আমল-আদব) ক্লাব, শিক্ষাসফর, বিনোদন ও ক্রীড়া ক্লাব, আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, সোনামণি প্রতিভা পাঠক ফোরাম প্রভৃতি।

(৫) ছাত্রদের কোন মৌলিক সমস্যা/অভিযোগ থাকলে ছাত্র উপদেষ্টা তা যথাসময়ে বিচক্ষণতার সাথে সমাধানের ব্যবস্থা করবেন।

(৬) এই সংসদে একটি ফাণ্ড থাকবে যা ছাত্রদের এয়ানত/ফী কিংবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কিংবা যে কোন হিতাকাঙ্ক্ষী এককালীন অনুদান, দান করতে পারেন। অসুস্থ-অসহায়, দুঃস্থ-ইয়াতীম ছাত্রদের জন্য সহযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের পুরস্কার যা এখান থেকে ব্যয় করা যেতে পারে।

(৪৬) এ্যালামনাই এসোসিয়েশন :

প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদেরকে সংগঠিত রাখা এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত রাখার নিমিত্তে এ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠন করা যেতে পারে। এই এসোসিয়েশনের পরিচালনা কমিটি নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রতি বছর এই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বার্ষিক সম্মেলন করা এবং এ উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র বা স্মরণীকা প্রকাশ করা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

একাডেমিক পরীক্ষা বিধি

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ/সমমান ইত্যাদি)-এর একাডেমিক পরীক্ষা গ্রহণ নীতিমালা ২০২৩।

(৪৭) সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা : ক) প্রতিষ্ঠানসমূহ বার্ষিক তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষা। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক একাডেমিক ক্যালেণ্ডার ও সরকারী ছুটি সমন্বয়ে করে ক্লাসের কর্মদিবস গণনা করতঃ সময়কে তিনটি ভাগ করে পরীক্ষার তারিখ ও ফলাফল ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

খ) শিশু শ্রেণীর পরীক্ষা ১ম সাময়িক মৌখিক ও ২য় সাময়িক থেকে লিখিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন-উত্তর পত্র একত্রে দিতে হবে। যা অভিভাবকগণের পূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে। অনুরূপভাবে সকল শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার খাতা অভিভাবককে দেখানোর জন্য ছাত্রদেরকে দিয়ে দিতে হবে, যেন অভিভাবকও তার লেখাপড়ার মান বুঝে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

গ) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ-পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার সকল অধ্যায় সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পূর্ণ বই কিংবা অধ্যায় নিয়ে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বছরে তিনের অধিক পরীক্ষা কিংবা একটি ষান্মাসিক ও একটি বার্ষিক পরীক্ষা নিতে চাইলে নিতে পারবে। তবে তদনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করতে হবে।

ঙ) বার্ষিক পরীক্ষার ফলই চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারক বলে গণ্য হবে।

(৪৮) মান বণ্টন : ক) অত্র শিক্ষা বোর্ডের পাঠ পরিকল্পনার বর্ণিত নম্বর অনুযায়ী ১টি বিষয়ে ৩ ঘণ্টা পরীক্ষাতে ১০০ নম্বর এবং দেড় বা দুই ঘণ্টা পরীক্ষাতে ৫০ নম্বর এবং বার্ষিক পরীক্ষাতে আখলাক বিষয়ে ১০০ নম্বর থাকবে। প্রত্যেক বিষয়ে পাসের জন্য শতকরা ৪০ নম্বর পেতে হবে। তবে সরকারী বিধি অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ফলাফলের গ্রেড নির্ধারণ হবে।

খ) 'ক্লাস-মূল্যায়ন' পরীক্ষা : প্রতি বিষয়ে শিক্ষকমণ্ডলী ক্লাসে ছাত্রদের মনোযোগী রাখতে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক ক্লাস টেস্ট/ কুইজ/ টিউটোরিয়াল/ এসাইনমেন্ট/ হাতের লেখা অনুশীলন/ নিয়মিত ক্লাস পারফরমেন্স মূল্যায়ন বা যে কোন সহপাঠ্য বিষয় প্রদান করবেন এবং এর উপর নম্বর প্রদান করবেন। এই নম্বর শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজস্ব ফাইলে জমা রাখবেন। পরে বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে ১০০-এর মধ্যে গড় করে পরীক্ষার ফলাফলের সাথে যুক্ত হবে (যেমন কেউ ৫টি বিষয়ে ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯ পেল। সে গড়ে পাবে ৯৭)। এটিকে একটি আলাদা বিষয় হিসাবে গণ্য করা হবে।

গ) আখলাক মূল্যায়ন : প্রত্যেক শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষা আখলাক বিষয়ে ১০০ নম্বর প্রাপ্ত হবে। তিন/চার সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড শিক্ষার্থীদেরকে আখলাকে নম্বর প্রদান করবে। সদস্যগণ হলেন-পরীক্ষা কমিটির প্রধান, শ্রেণী শিক্ষক একজন আবাসিক শিক্ষক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/সাধারণ শিক্ষক।

ঘ) মৌখিক পরীক্ষা : মৌখিক পরীক্ষা যথাসময়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে একই দিনে দ্বিতীয় শিফটে নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষক ও অন্য আরেকজন শিক্ষকসহ কমপক্ষে দুই সদস্যবিশিষ্ট ভাইবা বোর্ড গঠন হতে পারে।

(৪৯) পরীক্ষার সময় : ক) বোর্ড অধিভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে সকাল ৯-টা থেকে ১২-টা পর্যন্ত (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পরীক্ষা নেয়ার সময় নির্ধারণ থাকবে। কোন প্রতিষ্ঠান ২য় শিফটে পরীক্ষা নিতে চাইলে তা বেলা ২-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত নিতে পারবে। পরীক্ষার্থীদের ডেস্ক বা বেঞ্চে বসার পাশাপাশি দুরত্ব কমপক্ষে দুই থেকে তিন ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন দেয়ার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পূর্বে খাতা সরবরাহ করতে হবে।

খ) পরীক্ষাতে বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষার ক্লাসগুলোতে বোর্ডের নিয়মানুযায়ী প্রশ্ন প্রণয়ন, খাতা প্রদান, কম্পিউটার শীট অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী যেখানে যা দরকার সে মোতাবেক প্রশ্ন, খাতা, নম্বর বণ্টন ও ফলাফল প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নিজের ইচ্ছা মত এক্ষেত্রে কোন কিছু করা যাবে না।

গ) কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পরে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে বিশেষ অবস্থায় সেন্টার পরিচালক অনুমতি দিতে পারবেন।

ঘ) যে সকল প্রতিষ্ঠান অত্র বোর্ডের প্রশ্নে পরীক্ষায় অংশ নিতে চায় সেক্ষেত্রে বোর্ড প্রেরিত এবং উপরোক্ত নিয়মাবলী ও পরীক্ষা রুটিন মেনে চলতে হবে।

(৫০) বোর্ড প্রশ্ন : ক) কোন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরীক্ষাগুলো বোর্ড প্রণীত প্রশ্নে নিতে চাইলে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের

মাধ্যমে সচিব/চেয়ারম্যান বরাবর (লিখিত আবেদন সহ) যোগাযোগ করতঃ পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে।

খ) বৃত্তি ও দাওরায়ে হাদীছ পরীক্ষা : বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত দাওরায়ে হাদীছ, বৃত্তি কিংবা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সক্ষমতা সাপেক্ষে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কিংবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আঞ্চলিক সেন্টার কিংবা প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রে এসে দিতে পারবে।

গ) তবে অত্র বোর্ড অনুমোদন দেয়নি এমন প্রতিষ্ঠান উক্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না।

(৫১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন : ক) শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনে যে কোন পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের সেরা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সৎ ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে আহ্বান জানাতে পারবেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে দুই মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে ধার্যকৃত বিষয়ে প্রশ্ন প্রেরণ করতে হবে। সকল প্রশ্ন গোপনীয়তা রক্ষা করে সীলগালা করে রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরণ করবেন। তবে প্রেরিত প্রশ্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও মান অনুযায়ী গৃহীত হবে। তা নেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

খ) অসদুপায় অবলম্বন : ১) কোন ছাত্র/ছাত্রী নিজ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাতে নকল কিংবা যে কোন অসদুপায় অবলম্বনের কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির খাতা বাতিল কিংবা উক্ত টার্মিনাল পরীক্ষা থেকে বরখাস্ত করা যাবে।

২) শিক্ষকগণ যদি উপরোক্ত কাজে জড়িত কিংবা সহযোগিতা করেন অথবা সংশ্লিষ্ট কোন কাজে অবহেলা, প্রশ্ন সরবরাহে অবহেলা, খাতা দেখার ক্ষেত্রে অনিয়ম করেন এবং তার বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের দুর্নীতি-অনিয়মের প্রমাণ পেলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান সহ তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

গ) উত্তর পত্র/খাতা দেখা ও ফলাফল ঘোষণা : উত্তর পত্র/খাতা দেখার জন্য প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একজন করে প্রধান পরীক্ষক এবং একজন সহকারী পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে, যাতে ফলাফল নির্ণয়ে পূর্ণ সততা বজায় রাখা যায়।

ঘ) খাতা মূল্যায়ন : পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সক্ষমতা সাপেক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করবেন।

(৫২) অকৃতকার্যতা : কোন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক) পরবর্তী বছর বাধ্যতামূলক পূর্ণকালীন কিংবা খণ্ডকালীন বিশেষ ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে এবং অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী ক্লাসে পূর্ণ মনোযোগী থাকা ও কোন বিষয়ে অকৃতকার্য না হওয়ার শর্তে প্রমোশন পেতে পারে।

খ) কেউ ৩ বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হ'লে বা পর পর দু'বছর ধারাবাহিকভাবে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে টিসি প্রদান করতে হবে।

গ) কোন বিষয়ে শ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। বিষয় শিক্ষকের অবহেলা কিংবা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য পুনরায় পরীক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয় বিষয়ক নির্দেশনা

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ/সমমান ইত্যাদি)-এর শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয় বিষয়ক নির্দেশনা ২০২৩।

(৫৩) শিক্ষার পরিচয় :

শব্দতত্ত্বের দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা কথাটি সংস্কৃত 'শাসা' ধাতু থেকে এসেছে। এ হিসাবে শিক্ষার অর্থ শাসন, নিদর্শন, তিরস্কার, ইত্যাদি। বুৎপত্তিগত দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষা বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন বা বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ব করাকে বুঝায়। বাংলা ভাষায় শিক্ষা বলতে কোন কিছুর চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জন করাকে বুঝায়।

শিক্ষার ইংরেজী শব্দ EDUCATION শব্দটির বর্ণভেদে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়- E- Equity, D- Dutifulness, U- Unity, C-Carefulness, A-Adamant, T- Truithfullness, I-Intelligence, O-obedience, N- Nationality. অর্থাৎ সমতা, কর্তব্যবোধ, একতা, সতর্কতা, সত্যবাদিতা, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, অনুগত ও জাতিসত্তা এসব গুণাবলীর বৈশিষ্টের নাম Education বা শিক্ষা।

অর্থাৎ আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি, যে প্রণালী বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্রের প্রশিক্ষণ প্রভৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়, তাকে শিক্ষা বলে। এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিক্ষা বলতে একাধারে শিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়ায় এবং অর্জিতব্য ফল উভয়কেই বুঝায়। জ্ঞানের পরিধি সীমাহীন এবং তা অর্জনকালের যেমন নির্দিষ্ট সময়মীসা নেই, তেমনি জ্ঞানার্জন বা শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্য আধুনিক কোন সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়াও কঠিন। দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল আন্তরিক সততার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা'। আর্কিট বলেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে দেয়া না, বরং তারবিয়াত দান করা'।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে আল্লাহ ১৮ হাযার মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মানুষকে প্ররণ করেছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে এ মানুষকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্বের মাধ্যমে পৃথিবীতে একটি সহজ, সরল কল্যাণময় সমাজ গঠনের মাধ্যমে পারলৌকিক মুক্তির সোপান নিয়ে যে বিদ্যা অর্জন করে তার নাম হ'ল শিক্ষা। আর এটা হ'ল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবধর্মী শিক্ষা। কারণ এ শিক্ষার মধ্যে বিশ্বমানবতার প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির গ্যারান্টি। সুতরাং সে শিক্ষা অর্জন করাই হ'ল আমাদের একমাত্র টার্গেট। সাথে সাথে এর আলোকে অন্যান্য শিক্ষা অর্জন। আর সেজন্য আল্লাহ ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায় সে ভাল কাজ সম্পাদনাকারীর সমান ছওয়াব পায়'। উক্ত হাদীছে আরও বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিও।

সুতরাং সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন-ছহীহ সুন্নাহর বিধি-বিধান মেনে চলা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে নিজেকে একজন যোগ্য-দক্ষ ও সৎ মানুষ হিসাবে তৈরী করা। এজন্য হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অহি-র জ্ঞান ভিত্তিক আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে শিক্ষাকে অহি-র জ্ঞান ভিত্তিক করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং ছাত্রদের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে **অহি-র জ্ঞানে আলোকিত হও, সৃজনশীল দক্ষতায় সমাজ গড়!**

(৫৪) ছাত্রদের যোগ্যতা নির্ধারণ :

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা চালু রয়েছে। দেশে প্রায় লাখের কাছাকাছি সরকারি/বেসরকারী মাদ্রাসা কিংবা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রায় দেড় কোটিরও বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে ইসলামী শিক্ষা পাঠদান করানো হচ্ছে এবং পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রায় সকলকে সর্বোচ্চ সনদও প্রদান করা হচ্ছে কোথাও ১ বছর পড়ে ৪টি কিতাব সহ বুখারী-মুসলিমেরও সনদ প্রদান করা হচ্ছে। সনদ প্রাপ্ত উক্ত ছাত্র/ছাত্রীও কি শিখতে পারল তাও কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কোন উচ্চ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ হওয়ার পর যদি জাল-যঈফ হাদীছ নির্ণয় করে 'ছহীহ হাদীছ' মেনে চলতে না পারে, তাহ'লে সেসব উচ্চ দ্বীনী শিক্ষার মর্যাদা বা থাকল কোথায়?

দেশে বর্তমানে বস্তুবাদী শিক্ষাও মার খাচ্ছে। কারণ এই শিক্ষা লক্ষ্যহীন। দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির কোন নির্দেশনা এতে নেই। বরং এখানে বইয়ের পরিবর্তে ছাত্রদের হাতে দেয়া হচ্ছে অস্ত্র, ঠিকাদারী, টেণ্ডারবাজী, চাঁদাবাজী, সীট দখল, অপসংস্কৃতি, ভর্তি বাণিজ্যসহ অসৎ রাজনীতির বিধ্বংসী শিক্ষা চর্চা। এখন ছাত্রদের আর বই পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষক পরীক্ষার সময় প্রশ্নের সাজেশন দিলেই যেন পাশ। প্রচলিত লেজুড় ভিত্তিকশিক্ষক রাজনীতিও বর্তমানে ক্ষতি করছে আমাদের ছাত্রদের। এমনি করে নানাভাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অঙ্কুরেই নষ্ট করতে চলেছি। অন্যত্রে অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী গাইড, নোটবই, প্রাইভেট/কোচিং নির্ভর হয়ে পরীক্ষায় উচ্চ গ্রেড পাওয়ার প্রতিযোগিতায় খুব ব্যস্ত। একই সাথে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেন কেবল ফলাফল প্রতিযোগিতা চলছে, প্রকৃত মেধার প্রতিযোগিতা নয়। মনে রাখতে হবে ফলাফল এবং প্রকৃত বিদ্যা (ইলম) অর্জন ও দক্ষতার মধ্যে বহুগুণ পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দিতে পারছি না।

এক্ষণে প্রয়োজন **প্রথমতঃ লক্ষ্য নির্ধারণ**। কেবল ভাল ফলাফল করা, ভাল বেতন পাওয়া, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা, দুনিয়াবী বড় কিছু অর্জন করা ইত্যাদি শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, বরং শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন, মানবতার সেবা, ইতিবাচক ও গঠনমূলক উদ্যোগ সর্বোপরি আল্লাহভীরু ও আখেরাতমুখী সমাজ গড়াই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। আদর্শ ও নৈতিকতাবোধ যদি অর্জিত না হয়, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যদি অন্তরে জাগ্রত না থাকে, তবে সে শিক্ষা অর্থহীন, লক্ষ্যহীন।

দ্বিতীয়তঃ দক্ষতা অর্জন। ছাত্রদের প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করতে হলে এবং জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে হ'লে একান্ত প্রয়োজন বেশী বেশী মৌলিক বই অধ্যয়ন করা। সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উন্নত মানের বই পুস্তকের চর্চা। এ জন্য প্রয়োজন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধশালী একটি লাইব্রেরী। একটি লাইব্রেরী ও তার বই পুস্তকের মাধ্যমে জাতিকে সম্মৃদ্ধশালী করতে পারে। আবার যুগে যুগে দেখা গেছে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সে দেশের জ্ঞান-সভ্যতার উৎস জ্ঞানমূলক প্রতিষ্ঠান তথা লাইব্রেরী ধ্বংস করতে হয়। এরকমই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ খেলাফত ও সেযুগের বিশাল সমৃদ্ধশালী বাগদাদের লাইব্রেরী। বড় পরিতাপের বিষয় হ'ল আমাদের দেশে কিছু উচ্চ প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী থাকলেও আজ সে লাইব্রেরীর দরজা প্রায় বন্ধ, লাইব্রেরী খোলা থাকলেও আলমারির তাকে হাযার হাযার বই শুধুই শোভা পাচ্ছে। তা কাজে লাগানো হচ্ছে না। মূল্যবান বই-পুস্তক প্রায় সবই উঁইপোকা কিংবা ইঁদুর-তেলাপোকার খোরাক হচ্ছে। এগুলোর সঠিক পরিচর্যা ও দেখ-ভালের যেন কেউ নেই। সেখানে আনাগোনা নেই ছাত্র কিংবা শিক্ষকের। বড় কথা হ'ল প্রতিষ্ঠান দায়িত্বশীলগণেরও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ একটি লাইব্রেরী হল জ্ঞানের সমুদ্র ভাণ্ডার। সমুদ্র থেকে ডুব দিয়ে ডুবুরীরা মণিমুক্ত কুড়াতে পারে তেমনি ছাত্র/ছাত্রীরা লাইব্রেরী থেকে জ্ঞানের হীরা-মুক্তা অর্জন করতে পারে। তারাই পারে এখান থেকে প্রকৃত ও কল্যাণমুখী জ্ঞানার্জন করতে। আর এ জ্ঞান সমুদ্র থেকেই তারা জানবে আল্লাহ্র মহত্ব ও বড়ত্ব। যে জ্ঞান আহরণ করে গড়ে উঠেছেন অতীতের প্রায় সকল জ্ঞানী, গবেষক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক কিংবা মুহাদ্দিছ, মুফতী, কুরআন-হাদীছ বিষয়ক যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম, মুজতাহিদ সহ অসংখ্য যোগ্য আলেম ও মহামনীষী।

এখনকার মত ডিজিটাল যুগের মোবাইল, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার তখন ছিল না। অথচ আজ ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে সম্ভবতঃ সেই জ্ঞান সমুদ্র লাইব্রেরী তথা বই-এর দুয়ার বন্ধ করে মোবাইল, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ প্রভৃতি তুলে দিয়ে আমরা হাফ ছেড়ে বসে আছি। ভাবছি আমার ছেলে-মেয়ে প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে চলেছে। বড় গবেষক, তথ্যবিদ, দার্শনিক হতে যাচ্ছে? কিন্তু না (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) প্রত্যেক সচেতন শিক্ষক-অভিভাবকই জানেন এর পরিণতি কি ঘটছে কিংবা আরও ঘটতে যাচ্ছে।

বাস্তবে আজ আমাদের কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীরা যে অধিক পরিমাণ মোবাইল ব্যবহার করছে এবং অর্থ, সময় নষ্ট করছে এটাই শেষ নয়, বরং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রকৃত মেধা, জীবন-যৌবন ও চারিত্রিক পবিত্রতা। তারা খিটখিটে মেযাজ ও অসামাজিক প্রাণীর মত হয়ে যাচ্ছে। নিকট আত্মীয় হয়ে যাচ্ছে দূর, আর সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধবীরা হচ্ছে নিকট। কখনও হচ্ছে বলির পাঠা। সুতরাং এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের সন্তানদেরকে বাঁচাতে হ'লে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে শিক্ষার্থীদের বই পড়াতে হবে। ভাল বই তাদের হাতে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। জ্ঞানের মূল ক্ষেত্র যে বই- তা সকলকে নতুন করে বুঝাতে হবে, শুধু ডিজিটাল ডিভাইস নির্ভর নয়; বই/লাইব্রেরী নির্ভর হতে হবে। দক্ষ হ'তে চাইলে নিজেদের ভিত্তি তৈরী করতে হবে। এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহভীরুতা ও পরকালীন জীবন সুন্দর করার জন্য কুরআন-ছহীহ হাদীছের মৌলিক জ্ঞান শেখাতে হবে। হালাল-হারাম ও শিরক-বিদ'আত শেখাতে হবে। নকল করে পাশ করা হারাম এবং তার মাধ্যমে রিযিকও যে হারাম তা কেবল ইসলামী শিক্ষাই দিতে পারে। আর যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষা অর্জন করে তাদের জন্য পৃথিবীর মানুষ, পশু-পাখি এমন কি মৎস পর্যন্ত সকলে দো'আ করতে থাকে এই অনুভূতি শেখাতে হবে। একজন ইসলামী জ্ঞানসাধক, আলেম, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিজ্ঞানীসহ সবকিছুই এ শিক্ষার মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ, জাতি গড়ে উঠতে পারে। আমরা চাই এই আদর্শ ছাত্র সমাজের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র আক্বীদা ও আমলের বিপ্লব হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংস্কারমূলক দাওয়াত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে বিস্তৃতি লাভ করবে। এভাবে একদিকে ইনপুট হিসাবে পারলৌকিক উদ্দেশ্যহীন জ্ঞানের পরিবর্তে অহি-র জ্ঞান ভিত্তিক আদর্শিক শিক্ষা এবং অপরদিকে আউটপুট হিসাবে সার্টিফিকেটের পরিবর্তে কর্মদক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারলেই প্রকৃত আদর্শবান, মেধাবী ও যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। এজন্যই আমাদের শ্লোগান- **অহি-র জ্ঞানে আলোকিত হও, সৃজনশীল দক্ষতায় সমাজ গড়!**

(৫৫) ছাত্রদের কাংখিত ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও গুণাবলী :

আমরা চাই হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানে এমন শিক্ষার্থী তৈরী হৌক, যাদের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ :

ক. দ্বীনদার, চরিত্রবান ও পরহেযগার : একজন মুত্তাকী, পরহেযগার, দ্বীনদার, আমলদার, সচ্চরিত্রবান, আদব-আখলাকসম্পন্ন ভদ্র ও বিনয়ী ব্যক্তি সমাজের সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে উঠতে শিক্ষার্থীদেরকে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতেই হবে এবং নিজেকে সর্বপ্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

খ. সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন, মেধাবী ও দক্ষ : আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের মৌলিক সূত্র তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহহাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করাই হবে একজন শিক্ষার্থীর মূল লক্ষ্য। ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী মোহ এবং মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদী ধর্মনীতির বিপরীতে আখেরাতমুখী বিশুদ্ধতাবাদী আক্বীদা ও আমলকে সম্বল করে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালনাই তার কাছে প্রত্যাশিত। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা আল্লাহর দেয়া মেধা ও গতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সক্রিয় অবদান রাখবে-এটাই কাম্য। উচ্চ পদ বা বেতন লক্ষ্য নয়, বরং জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সমাজের জন্য সর্বাধিক উপকারসাধনই হবে এই দক্ষতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ জ্ঞানে আলোকিত করার সাথে সাথে তাদেরকে একাধারে আলেমে দ্বীন, মুহাদ্দিছ, মুফতী, হাফেয, ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ, লেখক, সংগঠক, প্রশাসক, শিক্ষক, দাঈ ইলাল্লাহ, আরবীবিদ, ভাষাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী প্রভৃতি বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন বিদ্বান হিসাবে তৈরী করা।

গ. সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অগ্রগামী : জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার ও মানুষের কাছে তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া হবে একজন শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় সামাজিক কর্তব্য। কেননা শিরক-বিদআ'ত ও কুসংস্কারে আচ্ছাদিত এই সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের সঠিক মূল্যোবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সমাজে কাংখিত সংস্কার ও পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য একজন শিক্ষার্থী যে পেশাই বেছে নিক না কেন, সে যেন বিশুদ্ধ সমাজ সংস্কার আন্দোলন তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন মুখলিছ দাঈ ইলাল্লাহ ও সাহসী সংগঠক হিসাবে গড়ে ওঠে এবং সামাজিক জ্ঞানসম্পন্ন ও সমাজদরদী সচেতন ব্যক্তি হিসাবে গড়ে ওঠে- এটাই তার প্রতি বিশেষ কাম্য।

ঘ. সৎ ও নীতিবান : সততা ও ন্যায়পরায়নতা একজন শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এই গুণ না থাকলে কারো পক্ষে সমাজের জন্য বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা কখনই সম্ভব নয়। চিন্তায়, কথায় ও কাজে ইখলাছ ও সততা না থাকলে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকলে কোন সৎআমলই আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। পদ ও সম্পদের লোভ, ছলনা-প্রতারণা, শঠতা, মুনাফিকী, হিংসা ও অহংকারের মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে সে অচিরেই আক্রান্ত হবে যদি সে সততা ও নীতি-আদর্শের কাছে হেরে যায়। যাবতীয় মানবিক গুণাবলী তার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। সুতরাং একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা, আমানতদারিতা ও ন্যায়পরায়ণতার মত ইসলামের মৌলিক আদর্শকে শতভাগ ধারণ করতে হবে।

ঙ. হালাল রূযী উপার্জন : হালাল রূযী উপার্জন হবে একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক চাওয়া-পাওয়া। কোন অবস্থাতেই হারাম উপার্জনের সাথে যুক্ত হবে না- এটাই হবে

তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সূদ-ঘুষের লেনদেন, অন্যায় পথে অর্থোপার্জন, মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস, চৌর্যবৃত্তি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার, আমানতের খেয়ানত প্রভৃতি দূর্নীতিকে সে নিজের জন্য হারাম করে নেবে।

(৫৬) শিক্ষকের কাংখিত ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও গুণাবলী :

কথায় বলে একটি জাতির ৩টি বিবেক বা চোখ থাকে তা হ'ল- বিচারক, সাংবাদিক ও শিক্ষক। তাহ'লে স্পষ্টত বুঝা গেল একটি সুন্দর জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ মানুষকে তাক্বওয়াশীল, আদর্শবান ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার পক্ষে যা সম্ভব হয় না, একজন যোগ্য আদর্শবান শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কারণ হিসাবে দেখা যায়, ছোট ছেলে-মেয়ে অনেক সময় তার পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী চলতে চায় না কিন্তু শিক্ষক যদি তা পালন করতে বলেন তৎক্ষণাৎ সে উপদেশ পালন করে থাকে। সুতরাং মানুষ গড়ার প্রধান কারিগর হ'ল একজন আদর্শবান, যোগ্য, দক্ষ ও মার্জিত শিক্ষক/শিক্ষিকা। একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা, একাধারে তিনি একজন ছাত্রের পিতা/অভিভাবক অতঃপর বন্ধুও বটে। কারণ ছোট বাচ্চারা অধিকাংশ মনের চাহিদা পূরণে একজন শিক্ষকের উপর আত্মবিশ্বাস অর্জনে সে নির্ভরশীল হতে পারে। পক্ষান্ত রে তখনই একজন শিক্ষক ঐ ছেলে মেয়েদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এভাবেই একজন শিক্ষক তার পেশাগত দায়িত্বে সফলতা আনতে পারেন। বাচ্চারা হ'ল মৌমাছির সদৃশ, যারা মধু সংগ্রহের জন্য গন্ধময় ফুলের নিকট যায়, আর সে ফুল হ'ল একজন উত্তম ও আল্লাহভীরু শিক্ষক। তাই তাদেরকে সুমিষ্ট ভাষা, আদর-যত্নের সাহচর্যে কাছে আনা সম্ভব। কর্কশ ভাষা ও কঠোরতা প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। আর তখনই একজন শিক্ষক আদর্শবান হিসেবে ছাত্র অবিভাবকসহ সকলের নিকট অত্যন্ত গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয় হ'তে পারেন। এতে সন্দেহ নেই। সর্বোপরি একজন শিক্ষকের মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি-

১. জাতির নির্মাতা হিসাবে একজন শিক্ষককে মুত্তাকী, পরহেযগার, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র, সৎ-আমানতদার, নির্লোভ-নিরহংকার এবং সর্বোচ্চ চরিত্র ও আদর্শের অধিকারী হ'তে হবে যেন ছাত্রদের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়ে।

২. তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদের ধরন প্রকৃতি সাদা-সিধে হওয়ার সাথে পবিত্র ও রুচিশীল হওয়া চাই। হালফ্যাশান অনুসরণ, দার্শনিক ধরনের ও বেপরোয়াভাব পোষাক একজন শিক্ষকের জন্য শোভা পায় না।

৩. ছাত্রদের সাথে আচার-আচরণ এবং ব্যবহারের ন্যায় ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কারো সাথে বাড়াবাড়ি অথবা কাউকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন না। সবাইকে সমান চোখে দেখবেন।

৪. ক্রোধ ও কঠোরতা, চেঁচা-মেচি এবং গালমন্দ, অযথা বকাবকি করে কাজ আদায় করার পরিবর্তে ছাত্রদের উৎসাহ, আগ্রহ ও আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবেন।

৫. শাস্তি প্রদানে সতর্ক হতে হবে। প্রয়োজনে রাগ করবেন তবে কখনও গালিগালাজ করবেন না। এমন শাস্তি দেবেন না যাতে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর স্থায়ী ঘৃণা জন্ম নেয়। সর্বদা নিজের সন্তানের মত তাদের জন্য কল্যাণকামনা করবে।

৬. ছাত্রদেরকে নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই নিজে পরিশ্রম করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও পরিশ্রমের মাধ্যমে পাঠ আদায় করবেন।

৭. বাড়ির কাজ দিবেন। তবে বেশী বোঝা চাপাবেন না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আরও গভীর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নইলে ছাত্ররা ভেঙ্গে পড়বে।

৮. বাড়ির কাজ এবং অন্যান্য লেখা কাজগুলো ক্লাসে এসে প্রথমেই যথাসময়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। সংশোধন করে কপিগুলো সত্বর ফেরৎ দিবেন। অন্যথায় ছাত্রদের মাঝে অলসতা জন্ম নিবে।

৯. শিক্ষাদানের সময় ছাত্রদের রুচি ও মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। একঘেয়েমী সৃষ্টি হতে দিবেন না।

১০. পূর্ব পাঠ পুনরালোচনা করে ভালভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন।

১১. নিজেকে যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। পাঠ ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হতে হবে। ক্লাসে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালভাবে মুতালাআ দেখে পাঠ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসতে হবে।

১২. ছাত্রদের প্রশ্ন উত্থাপনে ও জিজ্ঞাসাবাদে রাগান্বিত হওয়ার অথবা বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্তে হাসিমুখে উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্টি ধরে রাখার চেষ্টা করবেন।

১৩. আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা দিবেন, কেবল ডিউটি পালন করবেন না।

১৪. চরিত্রবান, মিশুক, ভাল স্বভাব ও নম্র তবিয়তের হবেন। প্রয়োজনে ছাত্রদের মাথায় বা গায়ে হাত দিয়ে আদর করবেন।

১৫. সহজ-সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে কথা বুঝিয়ে বলার যোগ্য সম্পন্ন হতে হবে।

১৬. ক্লাসের প্রত্যেক শিশুর অভ্যাস ও আচরণের পরিচয় জানবেন, নাম ধরে ডাকবেন এবং পুরো ক্লাসের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

১৭. যে কোন পরীক্ষায় নম্বর দানে হবেন উদার ও পক্ষপাতহীন।

১৮. নিজের শ্রেণীর সুনাম বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবেন।

১৯. ছাত্রদের প্রয়োজনীতা বুঝবেন এবং তা পূরণের চেষ্টা করবেন। দরিদ্র-নিঃস্ব ছাত্রদের সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

২০. মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা সফরে বের হবেন এবং ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দেখাবেন।

২১. প্রতিদিন প্রতিটি ক্লাসে কিছু সময়, কিছু বাক্যে ছাত্রদের আদর্শিক উপদেশ দেবেন। তাদেরকে এমন ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ দিবেন এবং আদর্শ মানুষদের উদাহরণ দেবেন, যেন তাদের মাঝে দ্বীনের তারবিয়াত ফুটে উঠে, সামাজিক ভদ্রতাজ্ঞান ও সৌজন্যবোধের জন্ম হয় এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি পূর্ণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

২২. একজন আদর্শ শিক্ষক যে বিষয়েরই হোন না কেন, তিনি সর্বদা ছাত্রদের আদব-আখলাকের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। ছোট ছোট বিষয়েও লক্ষ্য রাখবেন। যেন ছাত্র সৎ, আদর্শবান, আল্লাহভীরু, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র, মার্জিত, চরিত্রবান ও সমাজ-সংস্কারকামী হয়ে গড়ে ওঠে। কোন প্রকার মিথ্যা, ছলনা, প্রতারণা ও অসততার আশ্রয় না নেয়। হালাল-হারাম বুঝে চলার মানসিকতা অর্জন করে।

২৩. ছাত্রদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিবেন এবং সাধ্যমত বিপদে তাদের সাহায্য করবেন।

২৪. ছাত্রদের সাধারণ মতামত নিজের অনুকূলে সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। কখনও নিজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অবকাশ দিবেন না।

২৫. সর্বোপরি শিক্ষক কখনও চাকুরীজীবী নন, বরং ছাত্রদের প্রতি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করবেন। ঘুনে ধরা শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে আলোর বার্তা প্রচার করবেন। জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করবেন। এটাই তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

অভিভাবকদের দৃষ্টিতে-

শিশুদের অভিভাবকরা শিক্ষকগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী দেখতে চান :

১. চরিত্রবান ও স্পষ্টভাষী শিক্ষক হবেন, তাদের সাথে হাসিমুখে ও খোলা মনে মেলামেশা করবেন, কথা বলবেন।

২. শিক্ষার্থীর প্রতি যতটুকু সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখবেন।

৩. শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ও নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করাবেন।

৪. তাদের অভিভাবকদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন এবং তাঁদের শিশুদের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৫. অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সমালোচনা হাসি মুখে শুনবেন এবং তাদের অভিযোগগুলো সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে গঠনমূলক অভিযোগ/পরামর্শ ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লিখে রাখবেন।

৬. তাদের সন্তানদের সাথে স্নেহ-মমতা প্রদর্শন ও তাদের পিতা-মাতার খেদমত ও আনুগত্যের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করবেন।

৭. তাদের সন্তানাদির সামনে তাদের বা তাদের পরিবারের দোষক্রুটি বর্ণনা করবেন না। তাদের কাছে তাদের সন্তানদের দোষক্রুটি বর্ণনা করার ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তা ও সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

৮. তাদের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় সাধ্যমত এগিয়ে নেবেন। উত্তম আদর্শ ও আখলাকে উদ্দীপ্ত করে চরিত্র সংশোধন করবেন এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণের ব্যাপারে নিজেও পুরো আশ্বস্ত থাকবেন এবং তাদেরকে কখনও নিরাশ হ'তে দিবেন না।

৯. সন্তানদেরকে যোগ্য সমাজ সংস্কারক, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুত্তাকী-পরহেযগার আলেম হিসাবে গড়ে তুলবেন।

১০. তাদের (সন্তানদের) শিক্ষা ও আচরণের উপর নিজের চেষ্টা সাধনার ফলাফল তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন।

দায়িত্বশীলদের দৃষ্টিতে-

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ শিক্ষকদের মাঝে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী কামনা করেন।

১. নিজ নিজ পদ, যোগ্যতা ও দায়িত্বের উপযুক্ত হওয়া।

২. দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। নিজের দায়িত্বাবলী ভালভাবে বুঝে নিয়ে কৌশলে ও যথাযথভাবে তা আঞ্জাম দেয়া।

৩. প্রতিষ্ঠানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া, এর অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করা এবং এর সম্মান ও মর্যাদা বহাল রাখার জন্য দায়িত্ব পালনে তৎপর হওয়া।

৪. প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা থাকা।

৫. তিনি ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হবেন। অল্পে তুষ্ট হবেন। সততা ও আমানতদারিতা বজায় রাখবেন। অধিকার আদায়ে কঠোর অথবা লোভী হবেন না।

৬. মিলেমিশে কাজ করার যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সহকর্মী ও দায়িত্বশীলদের পুরো সহযোগিতা করবেন। নির্দেশনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে কাজ করবেন।

৭. সমালোচনা হাসি মুখে বরণ করবেন এবং নিজ নিজ অবস্থা সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করবেন।

৮. প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান ও সময়ের প্রতি নিজেও অনুগত হবেন এবং ছাত্রদের অনুগত করাবেন।

৯. যথাযথ মনোনিবেশ সহকারে নিজের কাজ সমাধা করবেন এবং দায়িত্বকে বোঝা মনে করবেন না।

১০. নিজের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে তৎপর হবেন এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করার জন্য চিন্তা ভাবনা করবেন।

জনসাধারণের দৃষ্টিতে-

১. চরিত্রবান ও মিশুক হবেন।

২. তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আন্তরিকতা পোষণ করবেন।

৩. নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের ভিত্তিতে সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবেন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

৪. এলাকায় দাওয়াতী কাজ করবেন। সংগঠনের অধীনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহর মাধ্যমে সমাজ সংশোধনে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

৫. তাদের পারস্পরিক কলহ নিরসনের জন্য পক্ষপাতহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করে মীমাংসায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।

৬. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন।

৭. মাঝে মাঝে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের দিয়ে সাধারণ সভার আয়োজন করবেন এবং জনসাধারণকে তাঁদের সাথে মিলেমিশে থাকার সুযোগ করে দিবেন।

৮. তাঁদের অভিযোগ ও সমালোচনা হাসিমুখে শ্রবণ করবেন এবং ঠাণ্ডা মনে তাদের পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা চালাবেন।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে-

১. উন্নত চরিত্র ও আদর্শাবলীর মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষাদান।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

৩. ধৈর্য ও গাম্ভীর্যসহকারে পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং মীমাংসা জ্ঞান।

৪. ছাত্রদের সাথে স্বাভাবিক ও সুন্দর সম্পর্ক।

৫. শিক্ষকতার পেশায় স্বভাবগত আন্তরিক সম্পর্ক।

৬. ছাত্রদের পাঠদানে উদগ্রীব থাকা।

৭. বিধি-বিধান মেনে চলা ও শৃংখলা বিধানের যোগ্যতা।

৮. সদালাপী ও প্রভাব বিস্তারকারী বক্তব্য প্রদান ক্ষমতা।

৯. নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ভালবাসা।

১০. সহমর্মিতা, সমবেদনা এবং সংশ্লেষণ স্পৃহা।

১১. শিক্ষা বিষয়ক অবদান রাখা। উন্নত ও আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে বই-পুস্তক রচনা, নিজে গবেষণায় নিয়োজিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গবেষণার কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের জ্ঞানমুখী করা।

১২. আনন্দময় স্বভাব ও মনোভাব।

এসকল বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যে সৃষ্টির প্রচেষ্টা থাকা চাই। কেননা এগুলো ছাড়া শিক্ষামানের অগ্রগতি কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না।

(৫৭) একজন শিক্ষকের আবশ্যকীয় গুণাবলী :

১.বাস্তব জীবনে শতভাগ সৎ, নির্লোভ ও আমানতদার হওয়া।

২.সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা এবং আদর্শিক ও নৈতিক স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা।

৩. তাকওয়া ও ইখলাছে অগ্রগামী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া এবং আক্বীদা-বিশ্বাসে খাঁটি মুসলমান হওয়া।

৪. সমাজ সংস্কারকামী হওয়া। বাতিল মতবাদের মোকাবিলায় আপোষকামী, ভীত-সন্ত্রস্ত ও পরাজিত মনোভাবের না হওয়া।

৫. শুধু শিক্ষা ও কাজের জালে আটকা না পড়া।

৬. অল্পে তুষ্ট থাকা ও অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৭. মাল-সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি লোভী না হওয়া।

৮. আল্লাহর দ্বীনের নিঃস্বার্থ খাদেম হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করা।

৯. নিজের পরিবার-পরিজনকে শরী'আতের অনুগামী করে তৈরী করা এবং ছাত্রদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদর্শানুযায়ী চলার অনুপ্রেরণা দেয়া।

১০. জাতির বৃহত্তর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া। কখনও ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত না হওয়া।

(৫৮) শ্রেণী শিক্ষক (Class teacher)-এর দায়িত্ব-কর্তব্য :

একজন ছাত্রকে তার বয়স, যোগ্যতা ও মেধানুযায়ী বিভিন্ন ক্লাসে ভর্তি করানো হয়। এক একটি শাখায় ৩৫/৪০ জন ছাত্র থাকে। বিভিন্ন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নিতে হয়। যখন কোন শিক্ষক প্রথম শ্রেণীতে ক্লাস নিতে হয়, সাধারণত তাঁকেই ঐ ক্লাসের (Class teacher) শ্রেণী শিক্ষক নির্ধারণ করা হয়। কারণ তিনিই ঐ ক্লাসের ছাত্র/ছাত্রীদের উপর সম্যক জ্ঞান ও ধারণা বেশী রাখেন, যে জন্য তাকে যেমন অধিক বিষয়ের উপর দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়।

১. ক্লাসের ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে নিজ ক্লাসে প্রবেশ করা। কোন রকম সময় নষ্ট না করা।

২. ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রীদের হাযিরা করা এবং কোন উপস্থিত/অনুপস্থিতির ক্ষতিয়ান বোর্ডের উপর ডান কোনে এবং হাযিরা খাতায় লিখে রাখা।

৩. কোন ছাত্রের একাধিক অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা; প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে তড়িৎ যোগাযোগ করা।

৪. হাযিরা নেওয়ার পর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় উপদেশ দেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজের হিসাব নেওয়া।

৫. নিয়মিত ও যথাসময়ে হাযিরা দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করা সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব তুলে ধারা এবং প্রয়োজনে অভিভাবকদের দৃষ্টিতে এনে আনুগত্য করানো।

৬. ছাত্র রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে সময় বের করে ঐ ছাত্রকে দেখতে যাওয়া এবং তার জন্য সাধ্যমত কিছু করা।

৭. ছাত্রদের মধ্যে এমন অনুভূতি জাগ্রত করা যে কোন ক্ষেত্রে কোন ছাত্রের উপযুক্ত কারণে অনুপস্থিতি ঘটে গেছে অথচ নিজে শ্রেণী শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানাতে পারছে না সেক্ষেত্রে অভিভাবক বা অন্য কোন দায়িত্বশীলের মাধ্যমে ছুটির অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৮. যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কারও একাধিক অনুপস্থতি ঘটলে সে ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষকের উচিৎ সংশ্লিষ্ট অভিভাবককে ফোন অথবা পত্রের মাধ্যমে ডেকে এনে অবহিত করানোর পর কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

❖ ছাত্রদের যে সকল কাজ বা অভ্যাস করানো যরূরী :

নিয়মিত :

১. সালাম দিয়ে ও অনুমতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা।

২. বিছানা বা ফ্লোরে (ক্ষেত্র বিশেষে) বসলে জুতা এক পাশে সাজিয়ে রাখা।

৩. ক্লাসে হৈচৈ করা, মারামারি করা বা গণ্ডগোল করা থেকে বিরত রাখা।

৪. এর জন্য প্রত্যেক ক্লাসে ১ জনকে ক্লাস ক্যাপ্টেন ও ২ জনকে সহকারী ক্যাপ্টেন মনোনয়ন দেয়া এবং এর দায়িত্ব-কর্তব্য সকলকে বুঝিয়ে দেয়া।

৫. বিলম্বে আসলে কারণ ব্যাখ্যা করতঃ অনুমতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা।

৬. কথা-বার্তায় আদব-কায়দা বজায় রাখা ও সৌজন্যবোধ সহকারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা বা কারও উত্তর দেয়া।

৭. মুচকি হেসে, শরীর চুলকানো অবস্থায়, নাকে বা মুখে আঙ্গুল রেখে অথবা অশালীনভাবে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে বা উত্তর দিলে তা সংশোধন করে দেয়া।

৮. প্রশ্নোত্তর, কথোপকথন, আসবাবপত্র ভাগ করা এবং সামগ্রিক কাজে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৯. নিজের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিজের ঘরের বিছানা ও আসবাবপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। মাঝেমধ্যে বেডের লেপ/কাঁথা রোদে দেয়া।

১০. পরিষ্কার করার পর ময়লা-আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলবে। কাগজের ঠোঙ্গা, ফলের খোসা, বিচি ইত্যাদি যেখানে সেখানে না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলা।

১১. ক্লাস ক্যাপ্টেন, মনিটর, খেলার ক্যাপ্টেন ছাত্রদের বিভিন্ন সহযোগিতার পাশাপাশি, সংগঠনের পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে ভাল কাজে-কর্মে পুরো সহযোগিতা করা।

১২. ক্লাসের সুযোগ-সুবিধা, পরিচ্ছন্নতা, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য পরস্পরকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে তাদেরকে কাজে লাগাবেন।

মাসিক :

১. ছাত্রদের শিক্ষার উপকরণ, বই-পত্র খাতা, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদির খতিয়ান নেয়া এবং এসবের সংরক্ষণ করা, সাজানো ও পরিচ্ছন্ন বিধানের আবশ্যকীয় উপদেশ দেয়া।

২. মৌসুমে অনুকূল হলে শিক্ষাসফরে নিয়ে যাওয়া। যাওয়ার পূর্বে সফরের করণীয় দিক নির্দেশনা উপস্থাপনা করা এবং উচ্ছৃংলতা পরিহার করে পোশাক-আশাকের আদব রক্ষা করা।

৩. সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার খতিয়ান নেয়া এবং দেহ ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা, ক্ষৌরকর্ম, নখ কাটা, চুলকাটা, দাঁত পরিষ্কার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া। সাবালক হলে তাদের সুন্নাতী দাড়ির ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বোরকা পরিধানে অভ্যস্ত করা।

৪. শিক্ষার্থীদেরকে সাপ্তাহিক আঞ্জুমানে অংশ নেয়া এবং বক্তৃতা দান, গল্প-কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন ক্লাব বা ইউনিটি নিয়ে গঠনমূলক প্রতিযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এজন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবশ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারে।

৫. প্রত্যেক ছাত্রের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনে আবাসিক বাসা বাড়িতে গিয়ে অথবা না পারলে অন্তত মোবাইলে লেখাপড়া অথবা অভ্যাস-আচরণ, মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়, কুরআন পাঠ, আদব-আখলাক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি খোঁজ খবর নেয়া।

৬. নিজ ছাত্রদের সকল উন্নতির খতিয়ান এবং ফলাফল সম্পর্কে অভিভাবককে অবহিত করা। ছাত্রদের অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন

করা। মাঝে মাঝে অভিভাবকের সাথে সাক্ষাৎ করে অথবা পত্র দিয়ে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে আবশ্যকীয় পরামর্শ দেয়া এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা।

৭. ক্লাসের পরিচ্ছন্নতা, দ্বীনী সম্মেলন, রচনা প্রতিযোগিতা, ক্লাসের প্রশান্তি, শিক্ষা সপ্তাহ অথবা মাদ্রাসা/বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সিলেবাস বহির্ভূত কাজের ব্যবস্থাপনায় ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রদের দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব কণ্টন করে তাদের মধ্যে বহুমুখী যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করা। এরকম প্রত্যেকটি ইউনিটে একজন শিক্ষককে প্রধান উপদেষ্টা বা দায়িত্বে রেখে ক্লাস ক্যাপ্টেন কিংবা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য নিয়ে কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৮. অপরাগতা ও দুর্বলতা অপনোদনে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারে ছাত্রদের মাঝে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতায় উৎসাহ দেয়া এবং এ খারাপ কাজে অনুতপ্ত ভাবের উদ্রেক তৈরী করা। তবে এটা তখনি সম্ভব হতে পারে যখন ছাত্রদের সাথে স্নেহ-মমতার বন্ধন থাকবে। শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ধিক্কার/ধমক দেয়া, আজেবাজে কথা বলা, কঠোরতা আরোপ করা অথবা দৈহিক শাস্তি থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন এবং ভালবাসা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার অভ্যাস গড়ে তুলবেন। তবে পড়া না পারা কিংবা অপরাধের কারণে কেবল বড় ছাত্রকে মানসিক বা বাহ্যিক দৃষ্টিকটুমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে সে ছাত্রের মানসিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পড়া না পারার কারণে শিশুদেরকে প্রহার করা যাবে না। অন্তত শিশু থেকে চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ৫-১০ বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা আবশ্যকীয়।

৯. ক্লাসে শিক্ষককে অনুকরণীয় আদর্শ পেশ করা উচিৎ। ছাত্রদের চরিত্র ও কাজের উপর সবচেয়ে কার্যকর প্রভাব পড়ে শিক্ষকের নৈতিক ও সৎ আমলের কারণে। এজন্য শিক্ষকের উচিত সর্বোত্তম আদর্শ পেশ বিশেষত মূলনীতি, বিধি-বিধান অনুসরণ, সময়ের অনুকরণ, ভদ্রজনোচিত আলাপ, ইসলামী চালচলন, ভাল স্বভাব, সহানুভূতি, অগ্রাধিকার প্রদান, সহযোগিতা দান এবং কর্তব্য পালনে ভালবাসা ও আন্তরিকতা প্রভৃতির ব্যাপারে তৎপর থাকা। শিক্ষকের খিটখিটে মেজাজ ও বদ-অভ্যাস আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১০. ক্লাসের হাযিরা খাতা, ডায়েরী, অগ্রগতি এবং অন্যান্য রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করা এবং এগুলোর যথাযথ সময়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত শিক্ষকের নিকট চাওয়া মাত্র পেশ করা। ক্লাসে বা অন্যত্রে অন্য শিক্ষক বা কারো সম্পর্কে দোষত্রুটি বর্ণনা না করা। কারণ এর কুপ্রভাব ছাত্রদের ওপর পড়তে পারে।

(৫৯) বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক ও তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহ :

ক্লাসে একজন শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা কয়েকটি বিষয়ে পড়াতে হয়। Subject teacher বা বিষয়ে শিক্ষক হিসাবে একজন শিক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

১. ঘণ্টা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা। শিক্ষক বা কেউ ক্লাস রুমে প্রবেশ করলে ছাত্ররা উঠে দাঁড়াবে না, কারণ এটি শরী'আতে নিষিদ্ধ তা ছাত্রদের বলে দিবে এবং ঘণ্টা শেষ হ'লেই অন্য শিক্ষকের জন্য রুম খালি করে দেওয়া।

২. শিশুদের জুতা এক পার্শ্বে চিহ্ন দিয়ে রেখে দেয়া। তবে যখন শিক্ষর্থীরা ফ্লোরে মাদুর/কার্পেটের ওপর বসে সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে ক্লাসে বসা এবং বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, বইপত্র ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা।

৩. ব্লাকবোর্ড পরিষ্কার আছে কিনা।

৪. ছাত্ররা অপ্রয়োজনীয় কাজে রত আছে কিনা।

৫. চক, ডাস্টার, বই-উপকরণাদি (তালিকা, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি) মজুদ আছে কি?

৬. বিষয়ভিক্তিক উপযোগী ভূমিকা দিয়ে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষাদান আরম্ভ করা।

৭. নতুন পাঠ আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে বিগত দিনের পাঠ পুনরালোচনা করা।

৮. শিক্ষাদান কাজ সর্বদা মধ্যম সেবায় ছাত্রদের উপযোগী করে আঞ্জাম দেবেন, ক্লাসে দুর্বল ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকেরও বেশী থাকে। তাই ধীশক্তির ছাত্র অথবা একেবারেই মেধাহীন ছাত্রদের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। বরং তাদের নিজ নিজ গতির ঊর্ধ্বে পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনমত অগ্রগতিরও সুযোগ দিবেন। মনে রাখতে হবে দুর্বল ছাত্ররা অধিক যত্ন পাওয়ার অধিকারী। এদের জন্য অতিরিক্ত সময় দিবেন। তাদেরকে সাথে নিয়ে চলতে হবে।

❖ **পাঠদানের সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হবে।-**

১. বিসমিল্লাহ বলে পাঠ আরম্ভ করা।

২. বর্ণনাভঙ্গি সাধারণের বোধগম্য আর্কষণীয় হওয়া।

৩. শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকের নিজের আকর্ষণ থাকবে অধিক। তিনি বেশ আগ্রহ ও তৃপ্তি প্রদর্শন করবেন।

৪. মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন ছাত্ররা ভালভাবে বুঝতে পারছে কিনা।

৫. পাঠ অগ্রসর ছাত্রদের মধ্যে বাস্তব আগ্রহ আছে কিনা।

৬. পুরা ক্লাস কি মনোযোগী? কোন ছাত্র অন্যমনস্ক নেই তো?

৭. ব্ল্যাকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা? পাঠ বিশেষণের জন্য উদাহরণ পেশ, তালিকা পেশ ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হচ্ছে কিনা?

৮. পাঠান্তে প্রশ্নোত্তর বা সামঞ্জস্য বিধান করা হচ্ছে কিনা? এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠদানকালে বেশী আগ্রহী হয়ে থাকে।

❖ হাতে-কলমে কাজ ও লেখার প্রাক্কালে নিম্নবর্ণিত দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।-

১. ছাত্রদের পরিমাণ মত দূরত্বে বসা ও শৃংখলা রয়েছে কিনা। যেন একজন আর একজনের খাতা দেখে লিখতে না পারে।

২. কলম, খাতা বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ধারন যেন ঠিক হয় এবং কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচ্ছন্নতা সহকারে যেন আঞ্জাম দেয়া হয়।

৩. ক্লাসে ঘুরে ফিরে প্রয়োজন মাফিক ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবে। পাঠদান সর্বদা দাঁড়িয়ে দিতে হবে। তারিখ, শিরোনাম, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি বোর্ডে প্রকাশ করা যেন ছাত্রদের বুঝানো সহজ হয়।

৪. ছাত্ররা কালি, রং, কাগজপত্র এখানে সেখানে ফেলবে না ও নিক্ষেপ করবে না, আঙ্গুল নাকে-মুখে, জামা-কাপড়ে না লাগাতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখা।

৫. হাতের লেখা বা বাড়ির কাজ সত্বর দেখে ফেরৎ দেবে।

৬. সপ্তাহে ৫ দিন পড়াবে। একদিন পুনরালোচনার জন্য নির্ধারণ করবে। পাঠের অগ্রগতির জন্য পুনরালোচনার ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা খুবই ক্ষতিকর।

৭. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে প্রতি বিষয়ের উপর সাপ্তাহিক/পাক্ষিক বা অন্তত মাসিক ১টি করে ক্লাস টেস্ট বা মূল্যায়ন পরীক্ষা নিতে হবে।

৮. সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক পরীক্ষার নম্বর (নির্দিষ্ট হারে) সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা নম্বরের সাথে যোগ করা যেতে পারে। এছাড়া মাসিক পাঠদান, উপস্থিতিসহ ক্লাসের সার্বিক মান্নোয়ন রিপোর্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবরে লিখিত (শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত) ফরম পূরণ করে প্রতিমাসে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। এগুলোর ১টি কপি নিজের নিকট ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষণ রাখতে হবে।

৯. বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক পর্যায় ভাগ করে যথাসাধ্য হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত পাঠ পরিকল্পনা মাফিক পাঠদান সমাপ্ত করবে। তবে পরীক্ষার পূর্বে পুনরালোচনার অবকাশ অবশ্যই রাখতে হবে।

১০. ছাত্রের বয়স, রুচি স্বাস্থ্য, কাজের ধারণ ক্ষমতানুযায়ী বাড়ির কাজ দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে একই ক্লাসের ছাত্রদের বাড়ির কাজ বা ক্লাসের পড়া একই পরিমাণ উলেখ করতঃ তা নোট খাতা/গাইড বুকে লিখে বা অন্তত বইয়ে দাগিয়ে দিতে হবে। কখনও পাঠ ভিন্ন ভিন্ন দেয়া যাবে না। কারণ এতে ক্লাসে পাঠদানে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। তবে কোন ছাত্রদের অনুপস্থিতি কিংবা সংশ্লিষ্ট পড়া আদায়ে ব্যর্থ হ'লে পিছনের পড়া আদায়ের কাজ দেয়া যেতে পারে।

১১. প্রাথমিক শ্রেণী সমূহে যথাসম্ভব ক্লাসের কাজকে যথেষ্ট মনে করে বেশী গুরুত্ব দেওয়া এবং পাঠ প্রস্তুতি যেন ৫০%-৭০% তৈরী করা যায় সেভাবে চেষ্টা করা।

১২. পাঠদান প্রাক্কালে যদি ছাত্রদের থেকে কোন প্রকার নৈতিক দুর্বলতা অথবা আদবের খেলাফ কোন আচরণ প্রকাশ পায় তবে যথাসময়ে সংশোধন করে দেবে অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে নিরালায় ডেকে বুঝিয়ে দিবে।

১৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা প্রবন্ধে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং শিক্ষকতার যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার জন্য শিক্ষককে নিয়মিত কিছু পড়াশুনা করতে হবে। পত্র-পত্রিকা, ইসলামী বই পুস্তক কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই-পুস্তক পড়া দরকার।

১৪. বিষয় শিক্ষকদের সবচাইতে সাফল্য এখানেই যে, ছাত্ররা সেই বিষয়ে অনুরক্ত হবে। সেজন্য শিক্ষক নিজেই ঐ বিষয়ে অনুরক্ত থাকবেন। আর শিক্ষাদান কাজে ছাত্রদের রুচি ও সহজবোধ্য করার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

১৫. ছাত্রদের সামনে উত্তম চরিত্র ও ভাল কাজের প্রদর্শনী উপস্থাপন করবেন। মনীষীদের জীবনী থেকে ঘটনা, গল্প, দৃষ্টান্ত এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বাস্তব চিত্র তুলে ধরবেন।

১৬. ক্লাসে সামষ্টিক পাঠ পদ্ধতি চালু করা। অর্থাৎ ১জন ভাল ছাত্র টিম লিডার করে ৫/৭টি গ্রুপের নাম উল্লেখ করে ভাল ভাবে অধ্যায়/অনুচ্ছেদের উপর পাঠ পর্যালোচনার সুযোগ দেয়া। এজন্য ছাত্রদের প্রতিযোগিতামূলক কাজের কারণে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। আবাসিক প্রতিষ্ঠানে তাকরার বা সামষ্টিক পাঠ অত্যন্ত কার্যকরী বিশেষ করে দুর্বল ছাত্রদের জন্য।

১৭. প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে তাদের মেধার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে একজন ছাত্রকে অন্য ছাত্রদের সামনে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উপস্থাপনা ও মূল্যায়নের অভ্যাস করা। এতে ছাত্রদের মুখের জড়তা কেটে যাবে এবং পরবর্তীতে অন্যকে বুঝানো শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

১৮. ছাত্র/ছাত্রীদের বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরা। এজন্য প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং গ্রন্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(৬০) শিক্ষকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. বস্তুবাদী এই দুনিয়ায় যখন প্রতিটি মানুষ দুনিয়াবী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণীয় স্কুল, কলেজের দিকে ধাবিত হচ্ছে ঠিক তখনই ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে ছহীহ দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করা।

২. অন্যের তুলনায় নিজে অধিকতর পরিশ্রম ও ইখলাছের সাথে শিক্ষক তার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া। মনে রাখতে হবে এ পেশা মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। সুতরাং সেই দায়িত্ব-আমানতের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতঃ পরকালে পার পাওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে কাজ করা।

৩. দ্বীনী শিক্ষা ও মাতৃভাষার সাথে অন্যান্য ভাষা ও বিষয়েও মান উন্নত করা।

৪. স্বল্প বেতনে তুষ্ট থাকা এবং অধিক কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৫. শিক্ষাদানের সাথে সাথে স্নেহ-মমতার দ্বারা শিশুদের প্রশিক্ষণ দান ও সংশোধন করা।

৬. নিজের সদ্ব্যবহার ও উত্তম আদর্শের (রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ) মাধ্যমে জাতির স্বার্থে দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সহ সকলের সাথে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপন করা।

৭. মাদ্রাসাকে জনসাধারণের লক্ষ্যস্থল ও চিত্তাকর্ষণের কেন্দ্ররূপে দাঁড় করানো এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা।

৮. মাদ্রাসাকে জনবসতির জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্ররূপে গোড়ে তোলা আর সেই উদ্দেশ্যে ছাত্র অভিভাকদেরকেও দ্বীনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৯. আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

১০. সাধ্যমত নিজেই ফাণ্ড সংস্থান করে মাদ্রাসাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা।

১১. মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি আনায়ন করা এবং যুক্তি ও সাবলীল ভাষায় অভিযোগ উত্থাপনকারীদের অভিযোগের জবাব প্রদান করা।

১২. শিক্ষা বিভাগের স্থানীয় সমাজ প্রতিনিধি ও সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান/বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত যে কোন নির্দেশনার বাস্তবায়ন করা।

পরিশিষ্ট

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সফল প্রতিষ্ঠানের মৌলিক শর্ত পূরণ : ৪০

১. নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা (Vision) : প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সৎ নিয়ত থাকা অত্যন্ত যরূরী। কেননা এর উপরই নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতি। ভাল মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সাথে সাথে বিশেষ মহৎ লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রাখা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য রেখে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে।

২. নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Startegy) : কিরূপ প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা হবে, কত দূর পর্যন্ত পরিচালনা করা হবে, কেমন অবকাঠামো হবে- ইত্যাকার পরিকল্পনা বা মাস্টার প্ল্যান পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখা যরূরী।

৩. পরিকল্পনার বাস্তবায়ন (Execution) : পরিকল্পনা কেবল পরিকল্পনা হিসাবেই নয়, তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা রাখতে হবে। মানুষের অনেক স্বপ্ন থাকে, নতুন ধারণা থাকে কিন্তু তা তখনই কার্যকর হয়, যখন তা বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং পরিকল্পনার বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী, স্থিতিশীল ও সাহসী রূপরেখা।

৪. ফলাফল মূল্যায়ন (Evaluation) : নির্ধারিত সময়ের পর পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নকালে কে কিভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং বাকি কাজ কোন পদ্ধতিতে আরো তরান্বিত হবে- তা নির্ণয় করা।

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন : ৬০

১. উত্তম ব্যবস্থাপনা (Good Management) : ক. সঠিক নেতৃত্ব : মাদরাসা সভাপতি, প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রমুখ দক্ষ, কর্মঠ, মুখলিছ ও স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব। সফল নেতৃত্ব দিয়ে তিনি স্বপ্ন রচনা করেন, স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ নির্ধারণ করেন এবং যথাযথভাবে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। খ. সমন্বয় : উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের সাথে অধ্বঃস্তন দায়িত্বশীলদের সম্পর্ক চমৎকার এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীলদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও টীম ওয়ার্ক বজায় রাখে। গ. শৃংখলা : প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বিধি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও দূর্নীতির সুযোগ বা পরিবেশ নেই।

২. উত্তম শিক্ষা পরিবেশ (Good learning Environment) : ক. দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী : তারা যোগ্য, দক্ষ ও আন্তরিক। তারা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায়

যথাযথভাবে যত্ন নেন। তাদের শিখনফল সম্পর্কে ধারণা আছে। তারা সৃজনশীলভাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলেন। নতুন নতুন ধারণার বাস্তবায়ন করেন। প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানমূলক পরিবেশ তৈরীর জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকেন। খ. মেধাবী শিক্ষার্থী : অধিকাংশই গড়পড়তা ভাল। আদব-আখলাকে সুসভ্য। তাদের মধ্যে ভাল করার ইচ্ছা আছে এবং পরস্পরের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা আছে।

গ. মেধাবিকাশের সুযোগ : যেমন সহপাঠ্য কার্যক্রম হিসাবে পত্রিকা/ সাময়িকী /আঞ্জুমান/ল্যাব/লাইব্রেরী/সাংস্কৃতিক মুনতাদা বা ক্লাব প্রভৃতি এবং বাস্তবিক অনুশীলনের জন্য দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণ, সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ, প্রতিষ্ঠানের যে কোন উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা, শিক্ষা সফর ইত্যাদির সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন আয়োজন করা হয়।

৩. উত্তম স্বাস্থ্যগত (শারিরীক ও মানসিক) পরিবেশ (Good health environment- physical and mental) : ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। শ্রেণীকক্ষ, শৌচাগার, অফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। ময়লা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে আলাদা ডাস্টবীনের ব্যবস্থা রাখা হয়। খ. সৌন্দর্যবোধের অনুশীলন আছে। প্রতিষ্ঠানের সবুজায়ন, অবকাঠামোয় নান্দনিক নির্মাণশৈলী, সুন্দর উপদেশসম্বলিত দেওয়ালচিত্র, আল্পনা, দৃষ্টিনন্দন অঙ্গসজ্জা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। গ. ছাত্রদের খানাপিনা সহ সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তাদেরকে শারীরিক ব্যায়ামসহ খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া হয়। ঘ. পরিবারের সাথে সময় কাটানোর প্রয়োজনীয় সুযোগ দেয়া হয়। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পরিবারের সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেয়া হয়। ঙ. সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় মানুষদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেয়া হয়। দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।

৪. উত্তম মূল্যায়ন (Good Evaluation) : ক. শিক্ষক মূল্যায়ন : শিক্ষকরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করছেন, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তাদেরকে পুরষ্কৃত বা তিরস্কৃত করা হয়। খ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ : শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গ. শিখনফল মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীদের শিখনফল নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ভিত্তিতে তাদের অধিকতর উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ঘ. আমল-আখলাক মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ইবাদত ও আমল-আখলাকের দিকে কঠোর নযর দেয়া হয়। পুরস্কার ও তিরস্কারের মাধ্যমে তাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও শাসন করা হয়। ঙ. অপরাধ সংশোধন : অপরাধী শিক্ষার্থীদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। তাদের জন্য মোটিভেশনাল ক্লাসসহ অন্যান্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫. যোগ্য এলামনাই (Successful Alumni) : ক. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের গড়পড়তা সামাজিক ও সাংগঠনিক অবস্থান উর্ধ্বমুখী থাকে এবং তাদের বর্তমান অবস্থান প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিবরণীতে সংরক্ষিত থাকে। খ. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-আদর্শ বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীরা যথাযথ ভূমিকা রাখছে তথা যোগ্য আলেমে দ্বীন ও দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে কাজ করছে। গ. সমাজ সংস্কার আন্দোলন তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছে। ঘ. সমাজ সচেতন নাগরিক হিসাবে সমাজের যে কোন অসংগতি দূর করার চেষ্টা করছে এবং সমাজ সেবায় সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করছে। ঙ. সর্বোপরি অধিকাংশ শিক্ষার্থীই আদর্শ ইসলামী পরিবার গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং নিজের পরিবার ও সমাজকে আখেরাতমুখী এবং জান্নাতী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছে।

মোট নম্বর = ১০০

শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের গুণাবলী

(১) প্রবন্ধ রচনা, বই-পুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন চিন্তাধারা বিদ্যমান	৪
(২) নিজ ক্লাস ও বিষয়ের পাঠোন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন	৩
(৩) তথ্য ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অগ্রগামী	৩
(৪) নিজ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফল	৭
(৫) বার্ষিক পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রীদের ফলাফল (গ্রেড ও পাশের হার)	৭
(৬) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ	৪
(৭) একজন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক সময়ের অতিরিক্ত সময় দেন	৪
ক) যে সময় (দৈনিক গড়ে) ব্যয় করেন	২
খ) নিজস্ব অর্থ-সম্পদ (মাসিক/বার্ষিক) ব্যয় করেন	১
গ) ফাণ্ড কালেকশন করেন	৪
(৮) নিয়মিত অফিসে/ক্লাসে উপস্থিতির হার (মাসিক/বার্ষিক)	২
(৯) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা	৪
(১০) প্রতিষ্ঠান প্রধানের মূল্যায়ন	৮
(১১) পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবকদের মূল্যায়ন	৪
(১২) শিক্ষা বোর্ডের মূল্যায়ন	৩
(১৩) শিক্ষার্থীদের আদব-আখলাক উন্নয়নে ভূমিকা	৬

(১৪) ছাত্রদের লাইব্রেরীমুখী করা ও পাঠ্যাভ্যাসের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ৩

(১৫) দ্বীনী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা, সংগঠনের দায়িত্বশীল হওয়া, আত-তাহরীক পাঠ, সংগঠনের বই-পুস্তক পঠন ও দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ ৫

(১৬) ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে ছাত্র সংসদ গঠন ও তাতে ভূমিকা রাখা ৪

(১৭) দুঃস্থ, অসহায়দের সেবা কিংবা জাতীয়ভাবে ভলান্টারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ২

(১৮) প্রতিষ্ঠানের অফিস ও ব্যক্তিগতভাবে ক্লাস রিপোর্ট, ফাইল, হাযিরা খাতা, যোগাযোগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আবাসিক ব্যবস্থা সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা। ৫

(১৯) ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে গাইডলাইন প্রদান ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ৪

(২০) বিবিধ ২

মোট নম্বর = ১০০

শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানের গুণাবলী

(১) প্রবন্ধ রচনা, বই-পুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন চিন্তাধারা বিদ্যমান ৪

(২) নিজ ক্লাস ও বিষয়ের পাঠোন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন ৩

(৩) তথ্য ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অগ্রগামী ৩

(৪) নিজ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফল ৭

(৫) বার্ষিক পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রীদের ফলাফল (গ্রেড ও পাশের হার) ৭

(৬) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ৪

(৭) একজন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক সময়ের অতিরিক্ত সময় দেন ৪

ক) যে সময় (দৈনিক গড়ে) ব্যয় করেন ২

খ) নিজস্ব অর্থ-সম্পদ (মাসিক/বার্ষিক) ব্যয় করেন ১

গ) ফাণ্ড কালেকশন করেন ৪

(৮) নিয়মিত অফিসে/ক্লাসে উপস্থিতির হার (মাসিক/বার্ষিক) ২

(৯) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ৪

(১০) প্রতিষ্ঠান প্রধানের মূল্যায়ন ৮

(১১) পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবকদের মূল্যায়ন ৪

(১২) শিক্ষা বোর্ডের মূল্যায়ন ৩

(১৩) শিক্ষার্থীদের আদব-আখলাক উন্নয়নে ভূমিকা ৬

(১৪) ছাত্রদের লাইব্রেরীমুখী করা ও পাঠ্যাভ্যাসের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ৩

(১৫) দ্বীনী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা, সংগঠনের দায়িত্বশীল হওয়া, আত-তাহরীক পাঠ, সংগঠনের বই-পুস্তক পঠন ও দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ ৫

(১৬) ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে ছাত্র সংসদ গঠন ও তাতে ভূমিকা রাখা ৪

(১৭) দুঃস্থ, অসহায়দের সেবা কিংবা জাতীয়ভাবে ভলান্টারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ২

(১৮) দেশী-বিদেশী উচ্চ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদ, সংগঠক কিংবা হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণের উপস্থিতি ও পরিদর্শন ২

(১৯) ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে গাইডলাইন প্রদান ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ৪

(২০) ভিজিটিং বুক বা পরিদর্শন বই-এর বাস্তবায়ন ১

(২১) প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ....জন (পর্যাপ্ত হলে) ৩

(২২) প্রতিষ্ঠানের অফিস, শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষে (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকলে) ডেকোরেশন, কাগজপত্র, ফাইল, হাযিরা খাতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, আবাসিক ব্যবস্থা সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা ভাল কি-না ৫

(২৩) বোর্ডে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণসহ যোগাযোগ রক্ষা করা ৫

(২৪) হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রণীত ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা বিধি’ মেনে চলার প্রবণতা ৬

(২৫) বিবিধ ২

মোট নম্বর = ১০০

শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর গুণাবলী

(১) বার্ষিক কিংবা পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ৮

(২) ক্লাসে নিয়মিত বা হাযিরার হার (মাসিক/বার্ষিক) ৮

(৩) ডিসিপ্লিন বা আমল/আদব/আখলাক ৭

(৪) একাডেমিক যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জন ৫

(৫) শিক্ষক/গুরুজন/পিতা-মাতা/আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ২

(৬) জাতীয় পর্যায়ে কিংবা আন্তঃশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদে বা সংগঠনের বিভিন্ন শাখায় অংশগ্রহণ ও ভাল ফলাফল ৫

(৭) প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের মূল্যায়ন ৫

(৮) দ্বীনী সংগঠন, দাওয়াতী কর্মকাণ্ড কিংবা বক্তৃতা ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা ৪

(৯) আরবী ভাষা-ব্যাকরণ এবং অন্যান্য ভাষাজ্ঞান দক্ষতা ৪

(১০) বিনয় ও নম্রতা, সততা ও আমানতদারিতা ৪

(১১) নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং অধীনস্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, অন্যের প্রতি উদারতা ও আন্তরিকতা, ধৈর্যশীলতা ও বিচক্ষণতা ৪

(১২) লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ, গবেষণাধর্মী চিন্তা (প্রবন্ধ/প্রকাশনা যদি থাকে), নতুন সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক চিন্তা-মানসিকতা, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সমাজ ও জাতি গঠনে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রভৃতি ৫

(১৩) হিংসা, অহংকার, পরনিন্দা প্রভৃতি বদগুণ থেকে মুক্ত থাকা ৩

(১৪) সিদ্ধান্তের প্রতি অবিচলতা বা কর্ম ব্যস্তবায়নের দৃঢ় মানসিকতা থাকা ৩

(১৫) হালাল-হারাম, শিরক-বিদ'আত কিংবা সমাজ থেকে সকল অপসংস্কৃতি দূর করতঃ ভাল-মন্দ বেছে চলার প্রচেষ্টা ৪

(১৬) রিযিক-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থাশীল কি-না ৪

(১৭) সোনামণি বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কার্যক্রমে যুক্ত থাকা/ মন থেকে সমর্থন করা ৫

(১৮) সংগঠনের পত্রিকা, বই-পুস্তক পড়ে এবং লাইব্রেরী ওয়ার্কে অভ্যস্ত থাকা ৩

(১৯) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে কাজ করার সাহস/মানসিকতা থাকা ৩

(২০) প্রতিষ্ঠান, সংগঠন কিংবা ছাত্র সংসদের মূল্যায়ন ৮

(২১) শিক্ষা বোর্ডের রিপোর্ট ৩

(২২) বিবিধ ৩

মোট নম্বর = ১০০

রেজুলেশন লেখার পদ্ধতি

ক. প্রথমে রেজিস্টার খাতা কিনতে হবে।

খ. রেজিস্টার খাতার উপরে লিখতে হবে-

প্রতিষ্ঠানের নাম..।

গ. রেজিস্টারের প্রথম ও ২য় পৃষ্ঠা খালি রাখতে হবে। যেখানে প্রতি পৃষ্ঠার উপরের কোণে পৃষ্ঠা নং থাকবে। যথা- (১) (২)। উক্ত পৃষ্ঠায় সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা সভাপতি ও সেক্রেটারীর নাম, স্বাক্ষর ও সীলসহ সত্যায়িত থাকবে যে, রেজিস্টারে মোট.........থেকে.........পৃষ্ঠা আছে।

ঘ. পৃষ্ঠা নং (৩) থেকে এভাবে লিখতে হবে-

প্রতিষ্ঠানের নাম..। বৈঠকের স্থান................সময়.................তারিখ....................বৈঠক নং...............।

ঙ. আলোচ্য বিষয়সমূহ : (১)..

(২)..

চ. উপস্থিতির স্বাক্ষর :

ক্রমিক	নাম	পদবী	স্বাক্ষর ও তারিখ
০১	--	সভাপতি	--
০২	--	সহ-সভাপতি	--

অদ্য....................সময় প্রতিষ্ঠানের নাম..................................-এর সভাপতি/প্রতিনিধি....................-এর সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক ....-এর পরিচালনায় বৈঠকের শুরুতে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে তেলাওয়াত করেন................। বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় -

প্রথম সিদ্ধান্ত :..

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত :..

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত জাতি গঠন করা। সর্বোপরি জ্ঞান বিস্তারের শারঈ নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

- শিরক-বিদ'আত এবং যাবতীয় কুসংস্কার ও বাতিল আক্বীদা-আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা ।

- শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য ও মেধাবী আলেম, মুখলেছ দাঈ ইল্লাল্লাহ এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

- একমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই সিলেবাসে পাঠদান অতঃপর মেধা ও আগ্রহের ভিত্তিতে মানবিক, বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি শাখায় পৃথক পাঠ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা চালু করা এবং এর সাথে বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষাসহ শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ওয়েবসাইট : www.hfeb.net